স্ট্যালিন বিরোধী প্রচারের ইতিহাস সন্ধানে

মারিয়া সোউসা

Bengali translation of book ''Lies concerning the history of CPSU'' by Maria Sousa

স্ট্যালিন বিরোধী প্রচারের ইতিহাস সন্ধানে — মারিয়া সোউসা

প্রথম বাংলা সংস্করণ ঃ অক্টোবর, ২০১০

প্রকাশক ঃ মানিক মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক, পথিকৃৎ
৮৮বি বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০১২

মুদ্রক ঃ বিপ্লব চক্রবর্তী
গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স
৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট,
কলকাতা ৭০০০১৩

মূল্য ঃ **১০ টাকা**

প্রকাশকের কথা

বিশ্বব্যাপী স্ট্যালিনবিরোধী প্রচার ও ইতিহাসবিকৃতির বিরুদ্ধে মারিয়া সোউসার তথ্যনিষ্ঠ গবেষণাধর্মী প্রতিবাদ তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাসচর্চার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দুনিয়ায় এখন সাম্যবাদবিরোধীরা বহুত্ববাদ ও মতামতের স্বাধীনতার পূজারি বলে নিজেদের চিহ্নিত করে। অথচ বাস্তবে স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির পোষকতায় একতরফা প্রচারই বাস্তবতা। বিপরীত সত্যের কণ্ঠরোধ করাই সাম্যবাদবিরোধীদের ব্রত। সেক্ষেত্রে সত্যনিষ্ঠা, নিরপেক্ষতা কেবল কথার কথা।

সুইডিস কমিউনিস্ট পার্টির প্রবীণ নেতা মারিয়া সোউসার এই প্রবন্ধের ইংরাজি সংস্করণ ইন্টারনেটে লব্ধ হলেও বাংলায় এটি দুর্লভ। এই পরিপ্রেক্ষিতে মারিয়া সোউসার গবেষণালব্ধ তথ্যনিষ্ঠ সত্য-রচনা, স্ট্যালিন ও সমকাল সম্পর্কে পাঠকদের পথ দেখাবে এবং মহান স্ট্যালিনকে উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করবে এই প্রত্যাশা নিয়ে মারিয়া সোউসার দীর্ঘ প্রবন্ধটি পুস্তিকাকারে বাংলায় আমরা প্রকাশ করছি।

কলকাতা
অক্টোবর, ২০১০

মানিক মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক, পথিকৃৎ

স্ট্যালিন বিরোধী প্রচারের ইতিহাস সন্ধানে

হিটলার থেকে হার্স্ট, কনকোয়েস্ট থেকে সলঝেনেৎসিন

দুনিয়া এই ইতিহাস শুনে এসেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমশিবিরে কারারুদ্ধ হয়েছে এবং মৃত্যুবরণ করেছে, আর স্ট্যালিনের আমলে অনাহারেও প্রাণ গিয়েছে অনেকের। সোভিয়েত ইউনিয়নের গুলাগ শ্রমশিবিরে এই ধরনের রহস্যজনক মৃত্যু ও হত্যার কাহিনী শোনেনি এমন কেউ পৃথিবীতে নেই। এই গল্পগুলো পুঁজিবাদী দুনিয়ায় বইয়ের পাতায়, খবরের কাগজে, রেডিওতে, দূরদর্শনে ও চলচ্চিত্রে বারে বারে দেখানো এবং বলা হয়েছে। এবং গত ৫০ বছরে সমাজতন্ত্রের শিকার রহস্যজনক এই লক্ষ লক্ষ লোকের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে।

কিন্তু এই গল্পের সত্যতা কোথায়? কোথা থেকে এই সংখ্যার জন্ম? এর পিছনে কে আছে? আরও একটি প্রশ্ন — এইসব গল্পে নিহিত সত্যটা আসলে কী? এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের 'আর্কাইভে' এ সম্পর্কে কী তথ্য আছে? এই রহস্য গল্পের লেখকরা সব সময়ই বলতেন, যে দিন আর্কাইভগুলো খুলে দেওয়া হবে, সেদিনই তাঁদের বর্ণিত সোভিয়েত ইউনিয়নে স্ট্যালিনের আমলে লক্ষ লক্ষ লোকের এই মৃত্যুর কাহিনী সত্য বলে প্রমাণিত হবে। কিন্তু তাঁরা যা বলেছেন — আসলে কি তাই ঘটেছিল? প্রকৃতপক্ষে তাঁরা কি তাঁদের কথা সত্য বলে প্রমাণ করতে পেরেছিলেন?

স্ট্যালিনের আমলে সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্ষুধায় ও শ্রমশিবিরে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর যে গল্প পরিবেশন করা হয় — নীচের নিবন্ধে আমরা দেখতে পাব তার উৎস কী এবং কারাই বা তার পিছনে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্কাইভে ১৯৬২ সালের গবেষণাপত্রগুলি পর্যবেক্ষণ করে স্ট্যালিনের আমলে প্রকৃত বন্দিদের সংখ্যা, তাদের কারাজীবনের মেয়াদ এবং মৃত্যুদন্ডাদেশপ্রাপ্তদের নির্ভুল তথ্য আমি উপস্থিত করেছি। দেখা যাবে, সংবাদপত্রগুলির প্রচার আর সত্য সম্পূর্ণ আলাদা।

হিটলার থেকে হার্স্ট, কনকোয়েস্ট থেকে সলঝেনেৎসিন — এদের মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ যোগসূত্র আছে। ১৯৩৩ সালে জার্মানিতে যে রাজনৈতিক পালাবদল

ঘটেছিল তা পরবর্তী কয়েক দশকে বিশ্ব ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য দাগ রেখে গিয়েছিল। ৩০শে জানুয়ারি হিটলার প্রধানমন্ত্রী হলেন; সাথে সাথে শুরু হল হিংসা — আইনকে পদদলিত করে সরকার গঠনের এক নতুন প্রক্রিয়া। নিজেদের ক্ষমতা সংহত করার জন্য নাৎসিরা ৫ মার্চ নির্বাচন ঘোষণা করল। ওরা জানত সমস্ত সংবাদমাধ্যম ওদের করায়ত্ত, ওদের জয় সুনিশ্চিত। ২৭ ফেব্রুয়ারি, নির্বাচনের এক সপ্তাহ আগে নাৎসিরা পার্লামেন্টে আগুন লাগিয়ে দিল এবং তার দায় চাপিয়ে দিল কমিউনিস্টদের ঘাড়ে। নির্বাচনে তারা ১ কোটি ৭৩ লক্ষ ভোট পেয়ে ২৮৮ টি ডেপুটি পদে বিজয়ী হল। তারা পেয়েছিল মোট ভোটের ৪৮ শতাংশ (নভেম্বর নির্বাচনে তারা পেয়েছিল ১ কোটি ১৭.৫ লক্ষ ভোট ও ১৯৬ টি ডেপুটি)। এরপর কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। সোস্যাল ডেমোক্র্যাট ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে খতমের অভিযান পরিচালিত হল। প্রথম দিকের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলি ছিল বামপন্থী নারী-পুরুষে ভর্তি। ইতিমধ্যে দক্ষিণপন্থীদের সহযোগিতায় পার্লামেন্টে হিটলারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ২৪ এপ্রিল পার্লামেন্টে এক আইন পাশ করা হল। এই আইনে বলা হল, এখন থেকে পার্লামেন্ট নয়, পরবর্তী চার বছর হিটলারই হবে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। এই সময় থেকেই শুরু হল নির্বিচারে ইহুদি হত্যা। কনসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলিতে ছিল বামপন্থী ও সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা। এখন ইহুদিদের ঢোকানো শুরু হল। ১৯১৮ সালের আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী জার্মানির অস্ত্র তৈরি এবং সামরিকীকরণের উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। হিটলার এই চুক্তি মানতে অস্বীকার করলেন এবং দ্রুতগতিতে দেশকে সামরিকীকরণের দিকে নিয়ে গেলেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এমন এক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর সংবাদ পরিবেশন করা হতে থাকে।

জার্মান উপনিবেশ হিসাবে ইউক্রেন

জার্মান নেতৃবৃন্দের মধ্যে হিটলারের একেবারে পাশেই ছিলেন প্রচারমন্ত্রী গোয়েবলস। নাৎসিদের স্বপ্ন জার্মান জনগণের হৃদয়ে প্রোথিত করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এই স্বপ্ন হল বিশুদ্ধ এক জাতি বাস করবে বৃহত্তর জার্মানিতে। এই বৃহত্তর জার্মানি গঠনকল্পে বর্তমান জার্মানি ছাড়াও অন্য দেশকে জয় করতে হবে এবং অন্তর্ভুক্ত করতে হবে জার্মানির মধ্যে। হিটলার তাঁর 'মাইন কাম্ফে' ১৯২৫ সালেই দেখিয়েছিলেন এই বৃহত্তর জার্মানি গঠনের জন্য ইউক্রেন একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অঞ্চল, ইউক্রেন ও পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য জায়গা জার্মানির অন্তর্ভুক্ত করা দরকার যাতে এদের সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়। নাৎসি প্রচারযন্ত্র অনুযায়ী, জার্মান জাতির জন্য জায়গা করে দিতে নাৎসি তরবারি এ সব অঞ্চল

মুক্ত করবে। জার্মান প্রযুক্তি ও উদ্যোগের দৌলতে ইউক্রেন পরিণত হবে জার্মানির শস্যভান্ডারে। কিন্তু সবচেয়ে প্রথমে দরকার, নিকৃষ্ট জাতির কবল থেকে ইউক্রেনকে মুক্ত করা। জার্মানির অর্থনৈতিক বিকাশের প্রয়োজনে, বাড়িতে, কারখানায়, চাষবাসে — যেখানে প্রয়োজন হবে জার্মানরা এই সব নিকৃষ্ট মানুষদের ক্রীতদাস হিসাবে ব্যবহার করবে।

ইউক্রেন ও সোভিয়েতের অন্যান্য অঞ্চল জয় করতে হলে সোভিয়েতের সাথে যুদ্ধ অনিবার্য এবং এই যুদ্ধ প্রস্তুতি অনেক আগে থেকেই গড়ে তুলতে হবে। এই উদ্দেশ্যে গোয়েবলসের নেতৃত্বে নাৎসি প্রচারযন্ত্র গণহত্যার আষাঢ়ে গল্প প্রচার করতে শুরু করল এবং বলল বলশেভিকরা ইউক্রেনে স্ট্যালিনের নেতৃত্বে ইচ্ছাকৃতভাবে এক ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করেছে যাতে কৃষকেরা তাঁর সমাজতান্ত্রিক নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এই জার্মান প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল জার্মান বাহিনীর ইউক্রেন দখলের জন্য বিশ্বজনমতকে প্রস্তুত করে রাখা। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও, কিছু জার্মান প্রচারপত্র ইংরেজি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হলেও, তথাকথিত ইউক্রেনের গণহত্যার প্রচার বিশ্বজনমতকে খুব একটা প্রভাবিত করতে পারেনি। এটা পরিষ্কার, কুৎসিত গুজব প্রচারের জন্য হিটলার ও গোয়েবলসের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। এই সাহায্য তারা পেল আমেরিকা থেকে।

উইলিয়াম হার্স্ট — হিটলারের বন্ধু

ধনকুবের উইলিয়াম র‍্যাডলফ হার্স্ট জনমতকে বিভ্রান্ত করার এই যুদ্ধে নাৎসিদের সাহায্যে এগিয়ে এলেন। হার্স্ট ছিলেন আমেরিকার প্রখ্যাত সংবাদপত্র-মালিক। তাঁকে বিকৃত রোমাঞ্চকর সাংবাদিকতার জনকও বলা চলে। হার্স্টের ব্যবসায়িক জীবন শুরু হয় সংবাদপত্রের সম্পাদক হিসাবে। প্রখ্যাত খনিমালিক, সেনেটর ও সংবাদপত্রের মালিক তাঁর বাবা জর্জ হার্স্ট, ১৮৮৫ সালে তাঁর সানফ্রান্সিসকো ডেইলি এক্সামিনার পরিচালনার দায়িত্ব তাঁকে অর্পণ করেছিলেন।

এই হল হার্স্টের সংবাদপত্রের সাম্রাজ্যের শুরু। এই সাম্রাজ্য উত্তর আমেরিকার সাধারণ মানুষের চিন্তাভাবনা ও জীবনযাত্রাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিল। বাবার মৃত্যুর পর, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সমস্ত খনি শিল্পের শেয়ার তিনি বিক্রি করে দিলেন এবং তা সংবাদ ব্যবসায় নিয়োগ করতে শুরু করলেন। তিনি প্রথম কিনলেন 'নিউইয়র্ক মর্নিং জার্নাল'। এই ঐতিহ্যবাহী সংবাদপত্রকে তিনি কেচ্ছাধরনের সংবাদ পরিবেশনের কাজে লাগালেন। গল্প তিনি কিনতেন যে কোনও দামে। আবার যদি কোনও রিপোর্ট করার মতো অপরাধ না ঘটত, তিনি সাংবাদিকদের বলতেন — 'সংবাদ তৈরি কর'। এই হল হলুদ সাংবাদিকতার বৈশিষ্ট্য। মিথ্যাকে সত্য বলে পরিবেশন করা। ...

উইলিয়াম হার্স্ট ছিলেন অতীব রক্ষণশীল, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী ও কমিউনিস্ট বিদ্বেষী। রাজনৈতিক বিশ্বাসে ছিলেন চরম দক্ষিণপন্থী। ১৯৩৪ সালে তিনি জার্মানিতে যান এবং হিটলার তাকে অতিথি ও বন্ধু হিসাবে আপ্যায়ন করেন। এই ভ্রমণের পর হার্স্টের সংবাদপত্রগুলি আরও প্রতিক্রিয়াশীল হয়। এগুলো সমাজতন্ত্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং বিশেষ করে স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে জোরালো প্রচার শুরু করে। সংবাদপত্রগুলিকে হার্স্ট নাৎসিদের প্রচারের কাজে ব্যবহার করতে চেষ্টা করেন। তাঁরা হিটলারের ডান হাত গোয়েরিং-এর অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পাঠকের প্রতিবাদে শেষপর্যন্ত তাঁরা এগুলির প্রকাশ বন্ধ করেন এবং প্রচার থেকেও বিরত হন।

হিটলারের সাথে সাক্ষাতের পর হার্স্টের রোমাঞ্চ কর সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশ পেতে থাকে সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে খুন, সাম্প্রদায়িক হত্যা, দাসত্ব, শাসকদের বিলাসিতা এবং দুর্ভিক্ষের নানা মিথ্যা সংবাদ। এগুলিই ছিল প্রতিদিনের প্রধান সংবাদের বিষয়। নাৎসি জার্মানির রাজনৈতিক পুলিশ গেস্টাপো হার্স্টকে তথ্য সরবরাহ করত। সংবাদপত্রগুলির প্রথম পাতাতেই থাকত ব্যঙ্গচিত্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে মিথ্যা গল্প। স্ট্যালিনকে আঁকা হত ছুরি হাতে একজন হত্যাকারী হিসাবে। আমাদের ভুললে চলবে না, এই প্রবন্ধগুলি প্রতিদিন প্রায় ৪০ লক্ষ আমেরিকান ও লক্ষ লক্ষ বিশ্ববাসী পড়ত।

ইউক্রেনের দুর্ভিক্ষ রহস্য

প্রথমদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে যে মিথ্যা প্রচার চালান হয় তার মধ্যে অন্যতম হল তথাকথিত ইউক্রেন দুর্ভিক্ষের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের অনাহারে মৃত্যুর কাহিনী। ১৯৩৫ সালে ৮ ফেব্রুয়ারি এই প্রচার শুরু হয়। শিকাগো আমেরিকান পত্রিকার শিরোনাম ছিল 'সোভিয়েত ইউনিয়নে ৬০ লক্ষ মানুষের অনাহারে মৃত্যু'। নাৎসি জার্মানির সরবরাহ করা তথ্যগুলি ব্যবহার করে উইলিয়াম হার্স্ট এই মিথ্যা গল্প ফাঁদলেন যে বলশেভিকরা পরিকল্পিতভাবে লক্ষ লক্ষ ইউক্রেনবাসীকে হত্যা করেছে। প্রকৃত ঘটনা সম্পূর্ণ আলাদা। আসলে ঘটনা হল, ১৯৩০ সালে যৌথ কৃষিখামার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ভূমিহীন কৃষকেরা কুলাকদের বিরুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রাম শুরু করে।

১২ কোটি কৃষকের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অংশগ্রহণে মহান এই শ্রেণীসংগ্রামের ফলে কয়েকটি অঞ্চলে কৃষি উৎপাদনে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। এবং কিছু এলাকায় খাদ্যসংকট দেখা দেয়। খাদ্যাভাবে মানুষ দুর্বল হতে থাকে এবং তা একসময় মহামারী রূপ নেয়। দুঃখজনক হলেও এটা সত্য যে এই মহামারী ছিল সেই সময়ে বিশ্বের একটি অতি সাধারণ ব্যাপার। ১৯১৮ সাল থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে

ইউরোপ ও আমেরিকায় স্প্যানিস ফ্লু মহামারিতে প্রায় ২ কোটি মানুষের মৃত্যু হয়। কিন্তু কেউই মহামারীতে মৃত্যুর জন্য নিজেদের দেশের সরকারকে দোষারোপ করেনি। এর কারণ এই প্রকার মহামারী রোধে সরকারগুলি ছিল অসহায়। একমাত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলার সময় পেনিসিলিন আবিষ্কারের ফলেই এই মহামারীগুলিকে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। এমনকী ১৯৪০ সালের শেষের দিক পর্যন্ত এই ওষুধ বাজারে সহজলভ্য ছিল না। কমিউনিস্টরাই পরিকল্পিত দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে — হার্স্টের প্রেসের নিবন্ধগুলো এটাই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে লেখচিত্রের সাহায্যে তুলে ধরে। হার্স্টের প্রেস মিথ্যাকে সত্য প্রতিপন্ন করার জন্য সব ধরনের চেষ্টা করে এবং পুঁজিবাদী দেশের জনগণকে সোভিয়েতবিদ্বেষী করতে সফলও হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর ঘটনার ডাহা মিথ্যার এই হল উৎস। পশ্চিমী দুনিয়ার প্রেসগুলিতে এই মিথ্যা প্রচারের ঢেউয়ে কেউই সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধতা, বক্তব্য এবং সত্য ঘটনা শুনতে চায়নি। ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত এই অবস্থা চলে। ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিশ্বজনমত পুষ্ট হয়েছিল এইসব কুৎসা প্রচারে। স্বভাবতই সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে তাদের মনোভাব ছিল নেতিবাচক।

১৯৯৮ সালে হার্স্টের গণমাধ্যম সাম্রাজ্য

ক্যালিফোর্নিয়ার বেভারলি হিলে, ১৯৫১ সালে, স্বগৃহে উইলিয়াম হার্স্টের মৃত্যু হয়। তিনি রেখে যান এক বিশাল গণমাধ্যম সাম্রাজ্য যা তাঁর মৃত্যুর পর আজও সারা বিশ্বে প্রতিক্রিয়াশীল খবর প্রচার অব্যাহত রেখেছে। হার্স্ট কর্পোরেশন পৃথিবীর এক অন্যতম বৃহৎ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। প্রায় ১০০টি কোম্পানি এবং ১৫০০০ কর্মী এই কর্পোরেশনের অন্তর্গত। হার্স্ট সাম্রাজ্যে বর্তমানে রয়েছে ম্যাগাজিন, বই, রেডিও, টিভি, কেবল টিভি, সংবাদ সংস্থা এবং মাল্টিমিডিয়া।

সত্য প্রকাশের ৫২ বছর আগে

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসি জার্মানি পরাজিত হলেও তাদের মিথ্যাপ্রচার বন্ধ থাকেনি। নাৎসিদের কাছ থেকে পাওয়া মিথ্যা ঘটনার প্রচার সিআইএ এবং এম-১৫ চালিয়ে যাচ্ছিল এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে প্রচারযুদ্ধে সর্বদাই বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। ম্যাকার্থির কমিউনিস্ট বিদ্বেষী প্রচার সমৃদ্ধ হতে থাকে ইউক্রেনে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর গুজবের উপর ভিত্তি করে। ১৯৫৩ সালে আমেরিকায় এই বিষয়ের উপর 'Black deeds of the Kremlin" শীর্ষক একটি বই প্রকাশিত হয়। দেশত্যাগী ইউক্রেনবাসী, যারা আমেরিকায় শরণার্থী হিসাবে ছিল, তারাই বইটির প্রকাশের অর্থ যোগায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এরা নাৎসি

জার্মানির সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিল এবং মার্কিন সরকার এদের রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়ে বিশ্ববাসীর কাছে গণতন্ত্রী বলে প্রচার করেছিল।

যখন রেগন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং ১৯৮০-র দশকে কমিউনিস্ট-বিরোধী জেহাদ শুরু করেন তখন ইউক্রেনে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর গল্প পুনরুজ্জীবিত করা হয়। ১৯৮৪ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক 'Human life in Russia' নামে একটি বই প্রকাশ করেন। বইটিতে ১৯৩৪ সালে হার্স্টের প্রেস কথিত সমস্ত মিথ্যা সংবাদ পুনরাবৃত্তি করা হয়। তাহলে ১৯৮৪ সালে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ১৯৩০ সাল থেকে হার্স্ট-প্রেস যে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ শুরু করে, তা এখন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানজনক মোড়কে পরিবেশিত হল। এতেও শেষ হল না। ১৯৮৬ সালে আবারও 'Harvest of Sorrow' শিরোনামে আরেকটি বই প্রকাশিত হল। বইটির লেখক ভূতপূর্ব ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস-এর সদস্য এবং বর্তমানে ক্যালিফোর্নিয়ার স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রবার্ট কনকোয়েস্ট। পুরস্কার হিসাবে তিনি ইউক্রেন ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন থেকে পেলেন ৮০,০০০ ডলার। এই সংস্থা ১৯৮৬ সালে 'Harvest of Despair' নামে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য অর্থ দিয়েছিল। এই চলচ্চিত্রে পরিবেশিত তথ্যের উৎস হল কনকোয়েস্টের উক্ত বইটি। এই সময় আমেরিকা থেকে প্রচার করা হয় ইউক্রেনে দুর্ভিক্ষে ১ কোটি ৫০ লক্ষেরও বেশি মানুষ মারা গেছেন।

যাই হোক আমেরিকার হার্স্টের প্রেস বর্ণিত লক্ষ লক্ষ মানুষের অনাহারে মৃত্যুর যে বর্ণনা বিভিন্ন বইপত্রে ও চলচ্চিত্রে দেওয়া হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ডগলাস টটল নামে এক ক্যানাডিয়ান সাংবাদিক ১৯৮৭ সালে টরন্টোতে প্রকাশিত তাঁর 'Fraud, famine and fascism – the Ukrainian genocide myth from Hitler to Harvest' বইতে নিখুঁতভাবে মিথ্যার মুখোশ খুলে দেন। টটল প্রমাণ করেন, শিশুদের অনাহারে মৃত্যুর যে ব্যঙ্গচিত্রগুলি ছাপা হয় তা ১৯২২ সালে প্রকাশিত অন্য এক বই থেকে সংগৃহীত — যখন ১৯১৮ থেকে ১৯২১ সালে আটটি বিদেশি সশস্ত্র শক্তির আক্রমণে সোভিয়েত রাশিয়ার লক্ষ লক্ষ মানুষ যুদ্ধে ও অনাহারে মারা যান। ডগলাস টটল ১৯৩৪ সালে দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ উদ্‌ঘাটন করেন এবং তার ফলে হার্স্ট-প্রেস প্রচারিত মিথ্যার মুখোশ উন্মোচিত হয়। টমাস ওয়াল্টার নামে এক সাংবাদিক দীর্ঘদিন ধরে তথাকথিত দুর্ভিক্ষ কবলিত অঞ্চলগুলি থেকে তথ্য এবং ছবি পাঠাতেন অথচ ইনি কখনও ইউক্রেনে পদার্পণ করেননি। এমনকী মস্কোতে মাত্র পাঁচদিন কাটিয়েছিলেন। আমেরিকার 'দি নেশন' পত্রিকার মস্কো সংবাদদাতা লুই ফিসার এই তথ্য উদ্‌ঘাটন করেন। ফিসার এও প্রকাশ করেন যে হার্স্ট-এর পত্রিকার মস্কোস্থ সংবাদদাতা সাংবাদিক মি. প্যারোট

মস্কোস্থ পত্রিকায় যে রিপোর্টগুলি পাঠিয়েছিলেন তা প্রকাশিত হয়নি। কারণ তাতে ছিল ১৯৩৩ সালে কৃষিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের অসাধারণ সাফল্য এবং ইউক্রেনের উন্নতির সংবাদ। টটল এও প্রমাণ করেন যে টমাস ওয়াকার নাম নিয়ে যে সাংবাদিক ইউক্রেনের দুর্ভিক্ষের খবরগুলি লেখেন তিনি আসলে কলোরাডো স্টেট জেল থেকে ফেরার আসামী রবার্ট গ্রীন। এই ওয়াকার বা গ্রীনকে আমেরিকায় ফেরার পর আটক করা হয় এবং যখন কোর্টে তোলা হয়, তিনি স্বীকার করেন যে তিনি কখনও ইউক্রেনে যাননি। ১৯৩০ সালে ইউক্রেনে স্ট্যালিন পরিকল্পিত লক্ষ লক্ষ মানুষের দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদের মুখোশ ১৯৮৭ সালে উন্মোচিত হল। হার্স্ট, নাৎসিরা, পুলিশ চর, কনকোয়েস্ট এবং আরও অনেকে তাদের ভ্রান্ত এবং বিকৃত তথ্যের দ্বারা লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে মিথ্যা বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছিল। এমনকী আজও দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থান্বেষীরা টাকার বিনিময়ে তাদের প্রকাশিত বইগুলিতে নাৎসি সমর্থক হার্স্টের গল্পগুলি পরিবেশন করেন।

রবার্ট কনকোয়েস্ট ঃ এই রহস্যের কেন্দ্রস্থল

বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যমে বহু আলোচিত এই লোকটিই প্রকৃতপক্ষে বুর্জোয়াদের দেবদূত। আর তাই তাঁর প্রতি নির্দিষ্টভাবে কিছুটা মনোযোগ দেওয়ার কারণ আছে। রবার্ট কনকোয়েস্ট হলেন সেই দু'জন লেখকের অন্যতম যাঁরা সোভিয়েত ইউনিয়নে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর গল্প সবচেয়ে বেশি লিখেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে সর্বত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্বন্ধে সমস্ত রহস্য ও মিথ্যার তিনি হলেন প্রকৃত স্রষ্টা। 'The Great Terror' এবং 'Harvest of Sorrow' এই দুই বই-এর জন্য তিনি প্রাথমিকভাবে পরিচিত। তিনি ইউক্রেনের গুলাগ শ্রমশিবিরে লক্ষ লক্ষ লোকের অনাহারে মৃত্যুর গল্প এবং ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ সালের বিচারকালের গল্প লেখেন। আর আমেরিকায় আশ্রয় নেওয়া ইউক্রেনের নির্বাসিত দক্ষিণপন্থী দলগুলোর অনুগামী লোকেদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যই এসব ক্ষেত্রে তিনি ব্যবহার করেছেন। এই লোকগুলো আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসিদের সহযোগিতা করেছিল। কনকোয়েস্টের গল্পের অনেক নায়কই যুদ্ধাপরাধী বলে পরিচিত ছিল এবং ১৯৪২ সালের ইউক্রেনে ইহুদি নিধনের ব্যাপক গণহত্যায় নেতৃত্ব দিয়েছিল ও অংশগ্রহণ করেছিল। এই লোকগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল মিকোলা লেবেড যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধাপরাধী বলে অভিযুক্ত হয়।

... কনকোয়েস্ট-এর বইগুলোর ধরনই ছিল হিংস্রতা আর কমিউনিস্ট বিদ্বেষী গোঁড়ামিতে ভরা। তিনি তাঁর ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত বইতে বলেছেন, ১৯৩২-

১৯৩৩ সালের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নে যত লোক অনাহারে মারা গিয়েছে তার সংখ্যা হবে ৫০ থেকে ৬০ লক্ষ এবং তার অর্ধেকটাই ইউক্রেনে ঘটেছে। কিন্তু ১৯৮৩ সালে রেগনের কমিউনিস্ট বিদ্বেষ প্রচারকালে এই দুর্ভিক্ষকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়ে কনকোয়েস্ট বলেছেন, এই দুর্ভিক্ষে মৃতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১ কোটি ৪০ লক্ষ। এ সব তথ্য দেওয়ার জন্য তাঁকে ভালোভাবেই পুরস্কৃত করা হয়েছিল। ১৯৮৬ সালে রেগনের সাথে তাঁর এক চুক্তি হয়, এই চুক্তিতে রেগন তাঁর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রচারের জন্য কনকোয়েস্টকে বলেন, তিনি যেন নানারকম তথ্য পরিসংখ্যান দিয়ে বই লিখে আমেরিকার জনগণকে সোভিয়েত আগ্রাসন সম্পর্কে প্রস্তুত করেন। বইটি একটি প্রশ্ন আকারে প্রকাশিত হয়। বইটির নাম ছিল, 'What to do When the Russian Come ? A Survivalist's hand book', একজন ইতিহাসের অধ্যাপকের শব্দগুচ্ছের কী অদ্ভুত ব্যবহার।

প্রকৃতপক্ষে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তার কারণ হল, এসব জিনিস এমন একজন লোকের কাছ থেকে আসছে — যিনি তাঁর সমস্ত জীবনটাই কাটিয়েছেন সোভিয়েত ইউনিয়ন আর স্ট্যালিন সম্পর্কে মিথ্যা আর রঙ চড়ানো গল্প বানিয়ে। প্রথমে তিনি একাজ শুরু করেন গুপ্তচর সংস্থার একজন এজেন্ট হিসেবে এবং পরে লেখক ও ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক হিসেবে।

১৯৭৮ সালে ২৭ জানুয়ারি 'Gurdian' পত্রিকায় কনকোয়েস্টের অতীত সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেখানে বলা হয়েছে তিনি ছিলেন ব্রিটিশ গুপ্তচর সংস্থা I.R.D. (Information Research Department)'র একজন প্রাক্তন এজেন্ট। I.R.D. গঠিত হয়েছিল ১৯৪৭ সালে এবং এটা আসলে ছিল মূল সংস্থাটার একটা অংশ বিশেষ (প্রকৃতপক্ষে এটাকে বলা হত কমিউনিস্ট তথ্য কেন্দ্র)। এই সংস্থার প্রধান কাজ ছিল — রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও অন্যান্যদের মধ্যে এমনভাবে গল্পের জাল বিস্তার করা যাতে জনগণের মতামতকে প্রভাবিত করে পৃথিবীব্যাপী কমিউনিস্টদের প্রভাব খর্ব করা যায়। I.R.D.-র কাজকর্ম বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং এর পরিধি ব্রিটেনে যতটা, ব্রিটেনের বাইরেও ঠিক ততটাই প্রসারিত ছিল। চরম দক্ষিণপন্থীদের সাথে I.R.D.-র সরাসরি যোগাযোগ থাকার বিষয়টি প্রকাশ্যে এসে যাবার ফলে ১৯৭৭ সালে নিয়মমাফিক এই সংস্থাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এর ফলে দেখা গেল ব্রিটেনের অত্যন্ত বিখ্যাত শতাধিক সাংবাদিক I.R.D.-র সাথে যুক্ত এবং এই সংস্থা নিয়মিত এইসব সাংবাদিকদের প্রবন্ধ লিখবার জন্য তথ্য সরবরাহ করত। এই প্রবন্ধগুলো নিয়মিতভাবে ব্রিটেনের যে সব প্রধান খবরের কাগজে প্রকাশ পেত সেগুলির মধ্যে ছিল — Financial Times, The Times, Economist, Daily Mail, Daily Mirror, The Express, The Guardian এবং আরও অন্যান্য কয়েকটি। Guardian পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য আমাদের দেখিয়ে দেয় — কীভাবে গুপ্তচর সংস্থাগুলো তাদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত খবরগুলো অত্যন্ত নৈপুণ্যের সাথে সর্বত্র জনগণের মধ্যে পৌঁছে দিতে পারে। I.R.D. প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই কনকোয়েস্ট এই সংস্থার হয়ে কাজ করেন এবং তিনি একাজে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত বহাল ছিলেন। সেখানে তাঁর কাজ ছিল ভুয়ো গল্পগুলো সত্য বলে চালিয়ে সাংবাদিক ও অন্যান্যদের মধ্যে বিতরণ করে জনমতকে প্রভাবিত করা এবং এই কাজের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের তথাকথিত 'কালো ইতিহাস' বর্ণনা করা।

I.R.D. থেকে নিয়মমাফিক অবসর নেওয়ার পর কনকোয়েস্ট গুপ্তচর সংস্থার সহায়তায় I.R.D.-র নির্দেশে বই লেখার কাজটা চালিয়ে যান। তাঁর লেখা The Great Terror গ্রন্থটি মৌলিকভাবে দক্ষিণপন্থী ঘরানায় তৈরি। বইটি ১৯৩৭ সালে সোভিয়েতে সংগঠিত ক্ষমতার দ্বন্দ্বের উপর লেখা। আসলে গুপ্তচর সংস্থার হয়ে কাজ করবার সময় লেখা বইটির পুনর্বিন্যাসের নতুন রূপই হল এই বইটি। বইটি লেখার কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর I.R.D.-র সহায়তায় তা প্রকাশিত হয়। এই প্রকাশনা সংস্থার এক তৃতীয়াংশ Praeger Press কিনে নিয়েছিল। এই Praeger Pressটি C.I.A-র পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হত এবং সাধারণত এরা সাহিত্য সংক্রান্ত বইপত্রই প্রকাশ করত। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, খবরের কাগজে, রেডিওতে ও টেলিভিশনে কাজ করা লোকজনদের মতো 'প্রয়োজনীয় বোকা'দের উপযুক্ত করে কনকোয়েস্টের বইগুলো লেখা হত। এইজন্যই এটা করা হত যাতে এরা তার মিথ্যাগুলো ব্যবহার করতে পারে এবং চরম দক্ষিণপন্থীরা তা ব্যাপক জনগণের মধ্যে প্রচার চালিয়ে ছড়িয়ে দিতে পারে। তাই আজকের দিনে কনকোয়েস্ট হল দক্ষিণপন্থী ঐতিহাসিকদের কাছে সোভিয়েত সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উৎসস্থল।

আলেকজান্ডার সলঝেনেৎসিন

আলেকজান্ডার সলঝেনেৎসিন ছিলেন অপর ব্যক্তি যিনি সোভিয়েতে তথাকথিত লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণহানি ও স্বাধীনতা হারানোর গল্পগুলোর উপর লেখা বইপত্র ও প্রবন্ধ তৈরির সাথে সবসময়ই যুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন রাশিয়ার লেখক। ১৯৬০ সালের শেষের দিকে 'The Gulag Archipelago নামে একটা বই লিখে সলঝেনেৎসিন পুঁজিবাদী দুনিয়ায় বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। এই মানুষটাকে ১৯৪৬ সালে সোভিয়েতবিরোধী প্রচারপত্র বিলি করে প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপ চালানোর অপরাধে একটা শ্রমশিবিরে ৮ বছরের জন্য কয়েদবাস

করানো হয়। সলঝেনেৎসিনের মত অনুযায়ী, সোভিয়েত সরকার যদি হিটলারের সাথে আপস করতে পারত, তাহলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসি-জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হত। সোভিয়েত জনগণের উপর যুদ্ধের ভয়াবহ প্রভাবের ফলেই নাকি সলঝেনেৎসিন সোভিয়েত সরকার ও স্ট্যালিনকে হিটলারের থেকেও খারাপ বলে অভিযুক্ত করেন। সলঝেনেৎসিন নাৎসিদের প্রতি তাঁর সহানুভূতির কথা গোপন করেননি। তিনি বিশ্বাসঘাতক হিসেবে দণ্ডিত হয়েছিলেন।

১৯৬২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্রুশ্চেভের সহায়তায় বই প্রকাশের মধ্য দিয়ে সলঝেনেৎসিন তাঁর জীবন শুরু করেন। এক কয়েদীর জীবন কাহিনী নিয়ে লেখা তাঁর প্রথম বই হল 'A Day in the Life of lvan Denisovich'। সমাজতান্ত্রিক উত্তরাধিকার সম্পর্কে স্ট্যালিনের বক্তব্যকে নস্যাৎ করবার জন্য ক্রুশ্চেভ সলঝেনেৎসিনের বক্তব্য ব্যবহার করতেন। The Gulag Archipelago বইটির জন্য ১৯৭০ সালে সলঝেনেৎসিন সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। তখন থেকে তার বইগুলো পুঁজিবাদী দেশগুলোতে ব্যাপক সংখ্যায় প্রকাশিত হতে শুরু করে এবং এই লেখক তাদের লোক হওয়ার ফলে তিনি সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচারের অন্যতম প্রধান মূল্যবান হাতিয়ার হয়ে ওঠেন। সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রমশিবিরে তথাকথিত লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যুর কাহিনী প্রচারে তার বক্তব্য যুক্ত হয় এবং পুঁজিবাদী গণমাধ্যম তাকে সত্য হিসেবে তুলে ধরে। ১৯৭৪ সালে সলঝেনেৎসিন তাঁর সোভিয়েত নাগরিকত্ব ত্যাগ করেন এবং তারপর প্রথমে সুইজারল্যান্ড ও পরে আমেরিকার আশ্রয় নেন। সেই সময় পুঁজিবাদী সংবাদ মাধ্যম তাঁকে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের মহান যোদ্ধা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়।

... তাঁর বক্তব্যের মধ্যে একটি হল — আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভিয়েতনামের জয়লাভের পরেও তিনি ভিয়েতনামের উপর আবার আক্রমণের পক্ষে প্রচার করেছিলেন। অধিকন্তু, পর্তুগালে ৪০ বছর ফ্যাসিবাদ কায়েম থাকার পর ১৯৪৭ সালে যখন বামপন্থী সামরিক অফিসাররা ক্ষমতা করায়ত্ত করে, তখন সলঝেনেৎসিন পর্তুগালে আমেরিকার সামরিক অভিযানের পক্ষে প্রচার করতে শুরু করেন, এবং তাঁর মতে আমেরিকা যদি হস্তক্ষেপ না করে, তবে ওয়ারশ' চুক্তি অনুযায়ী তারা (পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট দেশগুলি) ঐ আক্রমণে যোগ দেবে। তাঁর বক্তৃতাগুলোতে দেখা যায় সলঝেনেৎসিন সবসময়ই আফ্রিকায় পর্তুগালের উপনিবেশগুলির মুক্তিতে দুঃখিত হতেন।

কিন্তু এটা পরিষ্কার, সলঝেনিৎসিনের বক্তব্যে প্রাধান্য পেত সমাজতন্ত্র বিরোধিতা। সোভিয়েত ইউনিয়নে তথাকথিত লক্ষ লক্ষ লোকের হত্যা বা উত্তর ভিয়েতনামে হাজার হাজার আমেরিকানকে বন্দি ও ক্রীতদাসে পরিণত করে রাখা

— এই সব গল্পই পরিবেশন করতেন তিনি। আমেরিকানদের উত্তর ভিয়েতনামে ক্রীতদাস করে রাখার সলঝেনিৎসিনের গল্পটাই হল মার্কিন র‍্যাম্বো ফিল্মের জন্মদাতা। যে সমস্ত মার্কিন সাংবাদিক আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে শান্তির কথা বলার সাহস দেখাতেন, সলঝেনিৎসিন তাদের বিপজ্জনক বিশ্বাসঘাতক বলে অভিহিত করতেন। সলঝেনিৎসিন প্রচার করতেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন ট্যাঙ্ক ও বিমানের ক্ষেত্রে আমেরিকার চেয়ে পাঁচ থেকে সাত গুণ শক্তিশালী আর পারমাণবিক ক্ষেত্রে শক্তিশালী তিন থেকে পাঁচ গুণ। তাই মার্কিন সমরসজ্জাকে সলঝেনিৎসিন সব সময় সমর্থন করতেন। বক্তৃতায় সলঝেনিৎসিন চরম দক্ষিণ পন্থীদের প্রতিনিধিত্ব করতেন, কিন্তু ফ্যাসিবাদের খোলাখুলি সমর্থনের ক্ষেত্রে তিনি এই দক্ষিণপন্থীদের ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন।

ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিবাদের সমর্থন

১৯৭৫ সালে ফ্রাঙ্কোর মৃত্যুর পর স্পেনে ফ্যাসিস্টরা রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রণ ক্রমাগত হারাতে থাকে এবং ১৯৭৬-এর শুরুতে স্পেন বিশ্ব জনমতের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে। গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার দাবিতে মিছিল, মিটিং ও ধর্মঘট শুরু হয়। এই সামাজিক বিক্ষোভ প্রশমনে ফ্রাঙ্কোর উত্তরসূরী কার্লোস কিছু কিছু সংস্কারপন্থী পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য হন।

এই সময়ে সলঝেনিৎসিন মাদ্রিদে হাজির হন। তিনি গণতান্ত্রিক সংস্কার সম্পর্কে সতর্ক করেন। এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, সোভিয়েতে ১১ কোটি মানুষকে হত্যা করা হয়েছে এবং সেখানকার তুলনায় স্পেনের মানুষ অনেক বেশি গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ভোগ করে। সাংবাদিকরা যখন প্রশ্ন করেন, 'এই ধরনের বক্তব্য যেখানে কোনও স্বাধীনতা নেই তেমন দেশের শাসকদের উৎসাহিত করবে না কী' — তার উত্তরে সলঝেনিৎসিন বলেন — 'আমি একটা দেশই জানি যেখানে কোনও স্বাধীনতা নেই, তা হল রাশিয়া।' পুঁজিপতিদের কাছে এই মানুষটি ছিলেন ঈশ্বর প্রেরিত দূতের মতো। কারণ সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তারা একে ব্যবহার করতে পারবেন।

নাৎসি, পুলিশবাহিনী ও ফ্যাসিবাদীরা

সোভিয়েত ইউনিয়নে তথাকথিত লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু ও জেলে বন্দিদশা কাটানোর যে রহস্য গল্প বুর্জোয়ারা সৃষ্টি করেছিল তার যথার্থ রসদ সরবরাহকারীরা হলেন গুপ্তচর সংস্থার এজেন্ট রবার্ট কনকোয়েস্ট এবং ফ্যাসিবাদী লেখক আলেকজান্ডার সলঝেনেৎসিন। কনকোয়েস্টই নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেন; কারণ বিশ্বব্যাপী বুর্জোয়া প্রচারমাধ্যমে তাঁর দেওয়া তথ্যই তারা ব্যবহার করত।

এমনকী কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্কুল স্থাপন করার মূলেও তিনি ছিলেন।

তাঁর কাজকেই পুলিসের ভুয়ো তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর কাজ বলা হয়। ১৯৭০ সালে সলঝেনেৎসিন এবং আন্দ্রেই শাখারভ ও রয় মেদভেদেভের মতো কিছু প্রত্যক্ষ রাজনীতির বাইরের লোকেদের কাছ থেকে কনকোয়েস্ট প্রচুর সাহায্য পেয়েছেন। অবশেষে সত্য প্রকাশিত হয় এবং ইতিহাস বিকৃতকারী এইসব মানুষের সত্যিকারের চরিত্র প্রকাশ পায়।

পার্টির গোপন আর্কাইভ ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার যে আদেশ গর্বাচভ দিলেন তার ফল এর আগে কেউ কখনও ভেবে দেখতে পারেনি।

এই আর্কাইভ বুর্জোয়াদের প্রচারকে মিথ্যা বলেই প্রমাণ করে

সোভিয়েত ইউনিয়নে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যুর প্রচার সোভিয়েতের বিরুদ্ধে নোংরা প্রচার যুদ্ধেরই একটা অংশ। এই কারণেই এইসব প্রচারের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের দেওয়া ব্যাখ্যা ও অস্বীকারের নথিপত্র কোনদিনই গুরুত্ব সহকারে বিচার করা হয়নি এবং কখনও তা বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যমে জায়গা পায়নি। পক্ষান্তরে, এগুলি অবহেলিত হয়েছে। আর টাকা দিয়ে কিনে বিশেষ কিছু লেখায় গল্প ছড়াবার জন্য যত জায়গা তারা চেয়েছে ততটাই তাদের দেওয়া হয়েছে। কেমন ছিল সেই গল্পগুলি। সোভিয়েত ইউনিয়নে মৃত্যুর ও বন্দির সংখ্যা সম্বন্ধে কনকোয়েস্ট ও অন্যান্য সমালোচকদের পরিবেশিত গল্পে দাবি করা সব কথাই ছিল মিথ্যা, অনুমানভিত্তিক এবং তা অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মূল্যায়নের ফসল।

প্রতারণাপূর্ণ পদ্ধতিই মৃতের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ বাড়িয়ে দিয়েছে

সলঝেনেৎসিন, মেদভেদেভ এবং অন্যান্যরা সোভিয়েত ইউনিয়ন-এর প্রকাশিত তথ্য ব্যবহার করেননি; যেমন জাতীয় লোকগণনার ক্ষেত্রে সে সময়ে ঐ দেশের অবস্থা হিসাব না করেই তাঁরা একটা আনুমানিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা ধরে নিয়েছেন। এইভাবেই তাঁরা সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, ঐ নির্দিষ্ট বছরগুলোর শেষে ঐ দেশে কতলোক থাকতে পারে। যে লোকগুলোকে পাওয়া যায়নি তাদের সম্বন্ধে ঐ লেখকের দাবি, সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের জন্য হয় তারা মারা গিয়েছে অথবা তাদেরকে জেলে বন্দি রাখা হয়েছে। পদ্ধতিটা সরল কিন্তু সম্পূর্ণভাবেই প্রতারণাপূর্ণ। পাশ্চাত্য দুনিয়ায় এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে যদি কোনও প্রশ্ন দেখা দিত তাহলে কখনোই তা গৃহীত হত না। এরকম ক্ষেত্রে ঐ অধ্যাপকেরা ও ঐতিহাসিকেরা এই প্রকার মনগড়া পদ্ধতির প্রতিবাদ করতেন।...

ঐ সব লেখকদের মতে চূড়ান্ত সংখ্যাটা কত? রবার্ট কনকোয়েস্ট-এর মতে (১৯৬১ সালে করা এক হিসাব অনুযায়ী), ১৯৩০ সালের প্রথম দিকে সোভিয়েত ইউনিয়নে ৬ মিলিয়ন (১ মিলিয়ন = ১০ লক্ষ) লোক অনাহারে মারা যায়। ১৯৮৬ সালে কনকোয়েস্ট এই সংখ্যাটা বৃদ্ধি করে ১৪ মিলিয়নে নিয়ে যান। কনকোয়েস্ট-এর মতে সামরিকবাহিনী ও রাষ্ট্রযন্ত্রের দ্বারা ঝাড়াই-বাছাই শুরু হওয়ার আগে ১৯৩৭ সালে গুলাগ শ্রমশিবিরে ৫ মিলিয়ন বন্দি ছিল। আর তাঁর মতে, এই ঝাড়াই-বাছাই শুরু হওয়ার পর ১৯৩৭-৩৮ সালে আরও ৭ মিলিয়ন লোক এই শ্রমশিবিরে বন্দি হয় এবং এভাবেই ১৯৩৯ সালে এই শ্রমশিবিরে মোট বন্দীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১২ মিলিয়ন। কনকোয়েস্ট-এর এই ১২ মিলিয়ন শুধুমাত্র রাজনৈতিক বন্দী। শ্রমশিবিরে অনেক সাধারণ বন্দিও ছিল। আর কনকোয়েস্ট-এর মতে, এদের সংখ্যা রাজনৈতিক বন্দিদের থেকেও অনেক বেশি। তাঁর মতে, এর মানে দাঁড়ায় — সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রমশিবিরে ২৫-৩০ মিলিয়ন বন্দি ছিলেন। আবার তাঁর মতে, ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে এক মিলিয়ন বন্দিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং আরও ২ মিলিয়ন অনাহারে মারা যায়। আবার তাঁর মতে, ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ঝাড়াই বাছাই পর্বের শুরু থেকে মোট ৯ মিলিয়ন বন্দির মধ্যে ৩ মিলিয়ন বন্দি জেলেই মারা যায়।

এই সংখ্যাতত্ত্বের উপর ভর করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত বলশেভিকরা কমপক্ষে ১২ মিলিয়ন রাজনৈতিক বন্দিকে হত্যা করেছে। এই সংখ্যার সাথে ১৯৩০ সালের দুর্ভিক্ষে মৃতের সংখ্যা যোগ করে কনকোয়েস্ট এই সিদ্ধান্তে আসেন যে বলশেভিকরা ২৫ মিলিয়ন মানুষকে হত্যা করেছিল।

কনকোয়েস্ট-এর মতো আলেকজান্ডার সলঝেনেৎসিনও কমবেশী একই পরিসংখ্যান পদ্ধতি ব্যবহার করেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রকে ভিত্তি করে এই ধরনের ছদ্ম-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে ৬ মিলিয়ন লোকের মৃত্যুর যে হিসাব কনকোয়েস্ট দিয়েছিলেন সলঝেনেৎসিন তা মেনে নেন। এছাড়াও তিনি বলেন, ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত চলা ঝাড়াই-বাছাই পর্বে প্রতি বছর অন্তত ১ মিলিয়ন লোক মারা যায়। সলঝেনেৎসিন সব কিছু যোগ করে আমাদের বলেন যে, কৃষিতে যৌথ খামার ব্যবস্থা গড়ে তোলার সময় থেকে ১৯৫৩ সালে স্ট্যালিনের মৃত্যু পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিস্টরা ৬.৬ মিলিয়ন লোককে হত্যা করে। এসব কিছুর পরেও তিনি এই ধারণা পোষণ করতেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে (তাঁর দাবি অনুযায়ী) যে ৪৪ মিলিয়ন লোক নিহত হন তার জন্য সোভিয়েত সরকারই দায়ী। সলঝেনেৎসিন এই সিদ্ধান্তে আসেন, '১১০ মিলিয়ন রাশিয়ার জনগণ সমাজতন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়।' সলঝেনেৎসিন আমাদের বলেন যে, জেলে

বন্দিদের সম্পর্কে যতদূর জানা যায়, ১৯৫৩ সালে শ্রমশিবিরগুলিতে মোট কয়েদির সংখ্যা ছিল ২৫ মিলিয়ন।

গর্বাচভ আর্কাইভ উন্মুক্ত করলেন

উপরে বর্ণিত এই কাল্পনিক সংখ্যাগুলো ১৯৬০ সালে বুর্জোয়া সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। আর এগুলি ছিল মোটা টাকার বিনিময়ে লেখা মিথ্যা গল্প। সংবাদপত্রে এসব মিথ্যা গল্পগুলো সবসময়ে এমনভাবে প্রকাশ করা হত, যেন তা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিচার করে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এইসব মিথ্যা গল্পের পিছনে ছিল প্রধানত CIA ও M-5 এর মতো পশ্চিমী গুপ্তচর সংস্থাগুলো। জনগণের মতামতের উপর সংবাদমাধ্যমের প্রভাব এতটাই বেশি যে পশ্চিমী দেশগুলোর একটা বিরাট অংশের মানুষ এই সংখ্যাগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করে।...

গর্বাচভের নতুন 'মুক্ত সংবাদমাধ্যম' সলঝেনেৎসিনের মিথ্যাগুলো আবার সামনে নিয়ে এল। ঐ একই সময়ে 'মুক্ত সংবাদমাধ্যমের' দাবি অনুযায়ী ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য গর্বাচভ কেন্দ্রীয় কমিটির আর্কাইভ উন্মুক্ত করে দিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এই আর্কাইভ উন্মোচন প্রকৃতপক্ষে এই নিবন্ধের একটা মূল বিষয়। প্রধানত দুটি কারণে এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ছিল; অংশত এই আর্কাইভ উন্মুক্ত হওয়ার ফলে তার মধ্যে যে তথ্য পাওয়া যাবে তা মূল সত্যের উপর আলোকপাত করতে পারবে। আর এর চেয়ে আরও বড় ব্যাপার হল, বছরের পর বছর তারা সোভিয়েতে হত্যা ও বন্দিদের সংখ্যা সম্বন্ধে সর্বত্র ব্যাপকভাবে যে প্রচার চালিয়ে আসছে এই আর্কাইভ খোলায় তা নিশ্চিতভাবে সত্য বলে প্রমাণিত হবে। কনকোয়েস্ট, শাখারভ, মেদভেদেভ্ ও অন্যান্যরা যারা এতকাল ধরে এই মিথ্যা গল্পের প্রচার করেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই ভেবেছিলেন বিষয়টি ঠিক এরকমই ঘটবে। **কিন্তু আর্কাইভ মুক্ত হবার পর প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতে যখন গবেষণাপত্রগুলো প্রকাশিত হতে লাগল, তখন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। হঠাৎ করে গর্বাচভের 'মুক্ত সংবাদমাধ্যম' এবং ঐ সব মিথ্যা প্রচারকরা এই আর্কাইভের বিষয়ে একেবারেই আগ্রহ হারিয়ে ফেলল।**

জেমোস্কভ, ডগজিন, এলেভজাক প্রমুখ রাশিয়ার ঐতিহাসিকরা কেন্দ্রীয় কমিটির এই আর্কাইভের গবেষণাপত্রগুলো প্রকাশ করতে থাকেন এবং ১৯৯০ সাল থেকে এগুলি সায়েন্টিফিক জার্নালে প্রকাশিত হতে থাকে। কিন্তু এগুলি সম্পূর্ণভাবেই অনুল্লেখিত রয়ে যায়। এই ঐতিহাসিক গবেষণার রিপোর্টগুলি মুক্ত সংবাদমাধ্যমের ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দাবি করা মৃতের যাবতীয় সংখ্যার সম্পূর্ণভাবে বিরুদ্ধে গিয়েছিল। তাই তাঁদের রিপোর্টের বিষয়বস্তু প্রচারিত হয়নি। তাঁদের

রিপোর্টগুলি জনতার সম্পূর্ণ অপরিচিত বা অত্যন্ত স্বল্প প্রচারিত 'Scientific Journal' নামে একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার রিপোর্টগুলির ফলাফল ঐ সব আতঙ্কগ্রস্ত সংবাদমাধ্যমের সাথে প্রতিযোগিতায় প্রায় টিকতে পারত না; তাই কনকোয়েস্ট ও সলঝেনেৎসিনের মিথ্যাগল্প পুরনো সোভিয়েত ইউনিয়নের অনেক মানুষের সমর্থন লাভ করতে থাকে। পশ্চিমী দেশগুলোতেও স্ট্যালিন-এর অধীনে বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে রাশিয়ার গবেষকদের রিপোর্ট খবরের কাগজগুলো প্রথম পৃষ্ঠায় জায়গা না দিয়ে এবং টিভি সংবাদ মাধ্যমও সম্পূর্ণভাবে অবহেলা করেছে। কিন্তু কেন?

রাশিয়ার গবেষণাপত্র কী দেখাল

সোভিয়েতের দণ্ডবিধির উপর দীর্ঘ ৯,০০০ পৃষ্ঠার এক গবেষণামূলক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল। অনেকেই এই রিপোর্টের লেখক ছিলেন; তবে তার মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত হলেন — রাশিয়ার বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ভি এন জেমস্কভ, এ এন ডগজিন এবং ও ভি এলেভজাক প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। ১৯৯০ সালে তাঁদের কাজগুলি প্রকাশিত হতে শুরু করে এবং ১৯৯৩ সালের মধ্যে তা প্রায় শেষ হয় এবং এর প্রায় সম্পূর্ণটাই প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন পশ্চিমী দেশগুলোর গবেষকদের সহযোগিতার ফলে এই রিপোর্টের বিষয়বস্তু পশ্চিমীরা জানতে পারে। এরকম দুটি কাজের সাথে এই প্রবন্ধের লেখক পরিচিত। এর মধ্যে একটি ১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ফরাসি জার্নাল, I' Historie'-তে প্রকাশিত হয় এবং এর লেখক হলেন নিকোলাস ওয়ারথ; তিনি 'French Scientific Research Centre' (সংক্ষেপে CNRS)-এর প্রধান গবেষক ছিলেন এবং কাজটি আমেরিকান জার্নাল American Historical Review-তে প্রকাশিত হয়। আর CNRS-এর একজন গবেষক G.T. Rettersporn এবং V.A.N. Zemskov নামে একজন রাশিয়ার গবেষকের সহযোগিতায় এটি প্রকাশ করেন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক J. Arch Getty। আজও এই বিষয়ের উপর লেখা বইগুলো একই গবেষণা কেন্দ্র থেকে ঐ গবেষকদের নামে বা অন্যদের নামে প্রকাশিত হয়। ভবিষ্যতে যেন কোনও দ্বিধাদ্বন্দ্ব তৈরি না হয় তাই এ ব্যাপারে আরও কিছু বলবার আগে আমি এ বিষয় পরিষ্কার করে রাখতে চাই যে এই গবেষণায় যুক্ত বিজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ-ই সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ ছিলেন না। বরং তাঁরা ছিলেন বুর্জোয়া ভাবাদর্শসম্পন্ন ও সমাজতন্ত্র বিরোধী। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল। একথা এ জন্যই বললাম যে, পাঠকরা যেন না মনে করেন নীচে বর্ণিত বিষয়গুলো 'কিছু কমিউনিস্টদের ষড়যন্ত্রের ফসল'। যা ঘটেছে তা হল এইসব (উপরে বর্ণিত) গবেষকরা সলঝেনেৎসিন,

শাখারভ, মেদভেদেভ ও অন্যান্যদের মিথ্যাগল্পগুলি আনুপূর্বিক প্রকাশ করে দিয়েছেন। আর তাঁরা এটা করতে পেরেছেন এই সত্যের কারণেই যে তাঁরা তাদের পেশাগত সততাকে সবার উপরে স্থান দিয়েছেন; প্রচার পাওয়ার উদ্দেশ্যে নিজেদেরকে বিক্রি হতে দেবেন না বলেই এটা করেছেন।

সোভিয়েত দণ্ডবিধি সম্পর্কে রাশিয়ান গবেষণার ফল বেশ কয়েকটি বড় প্রশ্নের উত্তর দেয়। আমাদের কাছে স্ট্যালিনের সময়কালটাই সবচেয়ে আগ্রহের বিষয় এবং সেখানে বিতর্কের কারণ খুঁজে পাই। আমরা কতকগুলো অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন তুলে ধরব এবং I' Historie জার্নালে ও American Historical Review-তে আমরা আমাদের উত্তরগুলো খুঁজব। সোভিয়েত দণ্ডবিধির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দিককে বিতর্কের মধ্যে আনার এটাই সর্বোত্তম পথ হবে।

প্রশ্নগুলি এইরকম ঃ

১. সোভিয়েত দণ্ডবিধিতে কী আছে?
২. রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সব মিলিয়ে সেখানে কতজন বন্দি ছিল?
৩. শ্রমশিবিরে মোট কতজন লোক মারা গিয়েছিল?
৪. ১৯৫৩ সালের আগে পর্যন্ত কত লোককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল? বিশেষ করে ১৯৩৭-৩৮ সালে ঝাড়াই-বাছাই এর সময়ে কতজন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল?
৫. গড়পড়তা কারাবাসের সময়কাল কত ছিল?

এই পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পর এখানে আলোচিত দুই গোষ্ঠীর উপর আরোপিত শাস্তি সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করব। এই দুই গোষ্ঠী বলতে সোভিয়েত ইউনিয়নে জেলবন্দি কয়েদি ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামীদের বোঝান হয়েছে — যাদের কথা এই প্রবন্ধে প্রায়ই উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রধানত এরা হল ১৯৩০ সালে অভিযুক্ত কুলাকরা এবং ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে অভিযুক্ত প্রতিবিপ্লবীরা।

দণ্ড বিধিতে শ্রমশিবিরগুলো

এখন, সোভিয়েত দেশের দণ্ডবিধির প্রকৃতি আলোচনা করে দেখা যাক। ১৯৩০ সালের পর সোভিয়েত দণ্ডবিধিতে জেলখানা, শ্রমশিবির, গুলাগের শ্রম কলোনিগুলো, বিশেষ মুক্ত অঞ্চল এবং জরিমানা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা প্রভৃতি বিষয়গুলো সংযুক্ত হয়। যদি কাউকে কোনও কারণে আটক করা হত, তবে প্রথমে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সাধারণত স্বাভাবিক কোনও জেলে পাঠানো হত এবং এই সময়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখা হত সে নির্দোষ কিনা বা তাকে মুক্তি

দেওয়া যায় কিনা অথবা তাকে বিচারের জন্য পাঠানো হবে কিনা ইত্যাদি। বিচারের মাধ্যমেই বোঝা যেত যে অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্দোষ (নির্দোষ হলে মুক্তি দেওয়া হত) না অপরাধী। বিচারে যদি অভিযুক্ত অপরাধী প্রমাণিত হত তবে অপরাধের মাত্রানুযায়ী তাকে হয় জরিমানা করা হত বা একটা সময়ের জন্য কয়েদবাস ধার্য করা হত অথবা অস্বাভাবিক কোনও অপরাধ করলে তবেই তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত। নির্দিষ্ট সময়ে তাদের বেতনের একটা অংশ জরিমানা হিসেবে ধার্য করা হত। অপরাধের প্রকৃতি অনুযায়ী কারাদণ্ড পাওয়া কয়েদিদের বিভিন্ন জেলে রাখা হত। নরহত্যা, ডাকাতি, ধর্ষণ, আর্থিক দুর্নীতি ইত্যাদি অপরাধে অপরাধী এবং প্রতিবিপ্লবী কাজকর্মের সাথে যুক্ত এমন লোকদের একটা বড় অংশকে গুলাগ শ্রমশিবিরে পাঠানো হত। এছাড়া যাদের ৩ বৎসরের বেশি কারাবাসের সাজা হত, তাদেরও শ্রমশিবিরে পাঠানো হত।

শ্রমশিবিরগুলোতে কয়েদিদের থাকবার জন্য অনেকটা বড় জায়গা ছিল এবং সেখানে তারা খুব ঘনিষ্ঠ তত্ত্বাবধানে কাজকর্ম করত। সেখানে প্রত্যেকের কাজ করা বাধ্যতামূলক ছিল এবং এই প্রক্রিয়ায় তারা সমাজের কাছে বোঝা হয়ে উঠত না। এমন কোনও সুস্থ মানুষ ছিল না যে কোন না কোন কাজ করত না। এখনকার মানুষ হয়ত ভাবতে পারে এটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার, কিন্তু সেদিন এটাই ছিল সমাধানের বাস্তবসম্মত উপায়। ১৯৪০ সালে ৫৩টি শ্রমশিবিরের অস্তিত্ব ছিল। গুলাগে ৪২৫টি শ্রমকলোনি ছিল। এই কলোনিগুলো শ্রমশিবিরের তুলনায় কম বিস্তৃত অপেক্ষাকৃত মুক্ত আর এর পর্যবেক্ষণের প্রকৃতি ছিল ঢিলেঢালা। যারা তেমন বড় কোনও অপরাধ করেনি বা ছোটখাট রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত এমন সব স্বল্প সময়ের জন্য সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীদেরই এখানে পাঠানো হত। তারা স্বাধীনভাবে কারখানায় বা কৃষিজমিতে কাজকর্ম করত এবং সমাজের অংশ হিসেবে গড়ে উঠত। অধিকাংশক্ষেত্রে কয়েদিদের ঐ সময়ে উপার্জিত সমস্ত আয়টাই দিয়ে দেওয়া হত এবং এক্ষেত্রে তাদের সাথে অন্য শ্রমিকের মতোই ব্যবহার করা হত। কুলাকদের বিশেষ মুক্তাঞ্চলে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হত। আর এই বিশেষ মুক্তাঞ্চলগুলি ছিল সাধারণত কৃষি এলাকা। যৌথ খামার ব্যবস্থা গড়ে তোলার সময় এই কুলাকদের কাছ থেকে সম্পত্তি দখল করা হয়েছিল। অন্যান্য অপরাধে বা রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত লোকদেরও তাদের মেয়াদ খাটবার জন্য এসব অঞ্চলে পাঠানো হত।

৪৫,৪০০ বলতে ৯ মিলিয়ন বোঝায় না

দ্বিতীয় প্রশ্নটি হল — কতজন রাজনৈতিক বন্দি ও সাধারণ বন্দি ঐ জেলগুলিতে ছিল? এই প্রশ্নটির সাথে শ্রমশিবিরগুলো, গুলাগ কলোনি ও অন্যান্য

জেলগুলোর বিষয়টিও যুক্ত। (যদিও একথা মনে রাখা উচিত যে, শ্রমশিবিরগুলোতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র আংশিক স্বাধীনতা খর্ব করা হত।)

১৯৩৪ সালে সোভিয়েত দণ্ডবিধি কেন্দ্রীয় প্রশাসনের অধীনে সম্পূর্ণ একীভূত হওয়ার শুরু থেকে ১৯৫৩ সালে স্ট্যালিনের মৃত্যু পর্যন্ত এই দীর্ঘ ২০ বছরের সময়কালের একটা পরিসংখ্যান সারণী আগের পাতায় দেওয়া হল। এই পরিসংখ্যানটি American Historical Review-তে প্রকাশিত হয়।

আগের পাতায় দেওয়া পরিসংখ্যান-সারণী থেকে কতগুলো ধারাবাহিক উপসংহার টানা যায়। শুরু করার জন্য আমরা রবার্ট কনকোয়েস্ট-এর দেওয়া তথ্যের সাথে এই পরিসংখ্যানগুলো তুলনা করতে পারি। কনকোয়েস্ট দাবি করেছিলেন ১৯৩৯ সালে শ্রমশিবিরগুলিতে ৯ মিলিয়ন রাজনৈতিক বন্দি ছিল এবং এছাড়া অন্যান্য আরও ৩ মিলিয়ন লোক ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে মারা যায়। পাঠকদের একথা ভুললে চলবে না যে কনকোয়েস্ট এখানে শুধুমাত্র রাজনৈতিক বন্দিদের কথাই বলছেন। এসব ছাড়াও তাঁর মতে আরও যেসব সাধারণ অপরাধী ছিল, তাদের সংখ্যা রাজনৈতিক বন্দিদের থেকে অনেক বেশি। কনকোয়েস্ট-এর মতে, ১৯৫০ সালে ১২ মিলিয়ন রাজনৈতিক বন্দি ছিল।

প্রকৃত তথ্যে বলীয়ান হয়ে আমরা স্পষ্টই দেখতে পাই কনকোয়েস্ট আসলে কতটা প্রতারক। তাঁর দেওয়া একটি তথ্যও প্রকৃত সত্যের ধারে কাছেও নেই। ১৯৩৯ সালে শ্রমশিবির, কলোনি ও জেলখানা সব মিলিয়ে বন্দিদের সংখ্যা ছিল ২ মিলিয়নের কাছাকাছি। এর মধ্যে ৪৫,৪০০ জন রাজনৈতিক অপরাধ করেছিলেন, কনকোয়েস্ট-এর হিসাব মতো তা ৯ মিলিয়ন ছিল না। ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে শ্রমশিবিরগুলোতে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ছিল প্রায় ১,৬০,০০০; কনকোয়েস্ট-এর তথ্য অনুযায়ী তা ৩ মিলিয়ন ছিল না। ১৯৫০ সালের শ্রমশিবিরগুলোতে ১২ মিলিয়ন নয়, ৫,৭৮,০০০ জন রাজনৈতিক বন্দি ছিল। পাঠকদের একথাও ভুললে চলবে না যে, কমিউনিজমের বিরুদ্ধে প্রচারের ক্ষেত্রে আজকের দিনেও রবার্ট কনকোয়েস্ট দক্ষিণপন্থীদের কাছে অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে। দক্ষিণপন্থী মেকী বুদ্ধিজীবীদের কাছে রবার্ট কনকোয়েস্ট ঈশ্বরতুল্য লোক। তাই আলেকজান্ডার সলঝেনেৎসিন উল্লেখিত শ্রমশিবিরে যে ৬০ মিলিয়ন বন্দিদের মৃত্যুর অভিযোগ রয়েছে, সে সম্পর্কে আর কোনও মন্তব্যের প্রয়োজন থাকে না। এই ধরনের অভিযোগের অবাস্তবতাই প্রমাণ করে যে এগুলি সাজানো অভিযোগ। একমাত্র কোন অসুস্থ মনই এ ধরনের প্রতারণাকে উৎসাহিত করতে পারে। প্রতারণার কথা বাদ দিয়ে আসুন আমরা গুলাগ সম্পর্কিত পরিসংখ্যান নিয়ে আলোচনা করি। আইনি ব্যবস্থায় যারা দন্ডিত হয়েছে, তাদের সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে — এটাই হল প্রথম প্রশ্ন। ২.৫ মিলিয়ন এই

সংখ্যাটার অর্থ কী?

বাইরের ও ভিতরের হুমকি

আইনি ব্যবস্থায় দন্ডিত মানুষের সংখ্যার যথার্থ ব্যাখ্যা হওয়া দরকার। সোভিয়েত ইউনিয়নে সবে সামন্ততন্ত্রকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। মানবাধিকারের ঐতিহ্য সেদেশে প্রায় ছিল না বললেই চলে। জারতন্ত্রের মতো পচাগলা ব্যবস্থায় জনগণ নিদারুণ দারিদ্রে দিন কাটাত, মানুষের জীবনের মূল্য ছিল খুবই কম। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শেষ হত গণহত্যায়, মৃত্যুদন্ডে বা দীর্ঘ কারাবাসের হুকুমে। এই সামাজিক সম্পর্ক ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট মানসিক ধাঁচা পরিবর্তনের জন্য দীর্ঘ সময় প্রয়োজন।

আর একটা বিষয়ও মনে রাখা দরকার। তাহল ১৯৩০-এর দশকে ইউরোপের রাজনৈতিক পালাবদলের ফলে নাৎসি জার্মানির দিক থেকে যুদ্ধের ভয় ছিল, শ্লাভ জনগণের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছিল, আর পশ্চিমী শক্তিগুলোর সম্প্রসারণবাদী আকাঙক্ষাও ছিল। এই অবস্থাকে ১৯৩১ সালে স্ট্যালিন এই ভাষায় বর্ণনা করেছিলেন — "উন্নত দেশগুলোর তুলনায় আমরা ৫০-১০০ বছর পিছিয়ে। ১০ বছরের মধ্যে এই ব্যবধান দূর করতে হবে। হয় এটা আমরা করব আর না হয় ধ্বংস হয়ে যাব।" দশ বছর পরে নাৎসি জার্মানি ও তার মিত্রদের দ্বারা রাশিয়া আক্রান্ত হয়।

১৯৩০-'৪০ — এই দশকে, আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন তার সম্পদের বেশিরভাগটাই ব্যয় করতে বাধ্য হয়। এই কারণে ব্যক্তিগত সুবিধা ছাড়াই জনগণকে কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছিল। ১৯৩৭ সালে দৈনিক ৭ ঘন্টার কাজের নিয়ম বাতিল হল এবং ১৯৩৯ সালে বাস্তবে প্রতিটি রবিবারই কাজের দিনে পরিণত হল। এই ধরনের একটা কঠিন সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ২৫ লক্ষ মানুষকে কারাগারে পাঠাতে হয়েছিল। এই সংখ্যাটা ছিল দেশের মোট প্রাপ্ত বয়স্কদের ২.৪ শতাংশ। এই সংখ্যাটার বিচার হবে কী দিয়ে? এটা খুব বেশি না কম? তুলনা করা যাক।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বন্দিসংখ্যা আরও বেশি

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশ আমেরিকার অধিবাসী সংখ্যা ২৫.২ কোটি (১৯৯৬) এবং তারা বিশ্বের সম্পদের ৬০ শতাংশ ভোগ করে। সে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কোনও যুদ্ধ বা গভীর সামাজিক পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। সেখানকার পরিস্থিতিটা কী? সেখানে কতজন কারারুদ্ধ ছিল?

১৯৯৭ সালের আগস্ট মাসে সংবাদপত্রে একটা ছোট খবর দেখা যায়। FLAT-AP সংবাদসংস্থার প্রতিবেদনটি ছিল এরকম — ১৯৯৬ সালে আমেরিকার কারাব্যবস্থায় বন্দি সংখ্যা ৫৫ লক্ষ। ইতিপূর্বে যা কখনও দেখা যায়নি! এটা প্রমাণ করে যে ১৯৯৫ সাল থেকে এই সংখ্যা এক বছরে ২ লক্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং এর অর্থ হল আমেরিকার অপরাধীদের সংখ্যা সেদেশের মোট প্রাপ্তবয়স্কের ২.৮ শতাংশ। এই তথ্য উত্তর আমেরিকার বিচার বিভাগ থেকে সহজেই পাওয়া যায়। আমেরিকায় আজ কয়েদিদের সংখ্যা ৩০ লক্ষ, যা সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সংখ্যার থেকেও বেশি। যেখানে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার ২.৪ শতাংশ মানুষ অপরাধের জন্য বন্দি ছিল, সেখানে আমেরিকায় সংখ্যা ২.৮ শতাংশ এবং তাও বাড়ছে। ১৯৯৮ সালে ১৮ই জানুয়ারি আমেরিকায় কয়েদিদের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছিল ৯৬১০০। সোভিয়েত শ্রমশিবিরের প্রশাসনিক ব্যবস্থা বন্দিদের জন্য কঠিন এবং কষ্টকর ছিল। এটা ঠিক। কিন্তু আজকে আমেরিকার বন্দিদের পরিস্থিতিটা কী? হিংসা, মাদকতা, পতিতাবৃত্তি, যৌনদাসত্ব (আমেরিকার বন্দিদের মধ্যে এক বছরে ২ লক্ষ ৯০ হাজার ধর্ষিত) সেখানে স্থায়ী আসন গেড়ে বসেছে। আমেরিকার কারাগারগুলিতে কোনও বন্দি নিজেকে নিরাপদ মনে করে না। এবং এটা এমন একটা সময়ে যখন সমাজ আগের থেকে অনেক ধনী।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় — ওষুধের অভাব

এবার আমরা তৃতীয় প্রশ্নটি বিচার করে দেখব। বন্দি শিবিরগুলিতে কত মানুষ মারা গিয়েছিলেন? এই সংখ্যার বছর বছর পরিবর্তন ঘটেছে। ১৯৩৪ সালে ৫.২ শতাংশ থেকে পরিবর্তিত হয়ে ১৯৫৩ সালে হয় ০.৩ শতাংশ। বন্দীশিবিরগুলোর মৃত্যুর কারণ ছিল সামগ্রিকভাবে সমাজের সম্পদের অভাব। শুধু শ্রমশিবিরগুলোর নয় এই সমস্যা সমাজের সর্বস্তরের, বলা চলে বিশ্বের বেশিরভাগ দেশের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অ্যান্টিবায়োটিকের আবিষ্কার সামগ্রিক পরিস্থিতির মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে যে বছরগুলিতে সোভিয়েত জনগণ নাৎসি বর্বরদের দ্বারা নির্মম পরিস্থিতিতে জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছিল সেই বছরগুলো ছিল ভয়াবহ। ২০ বছরের মোট মৃত্যুর মধ্যে ঐ ৪ বছরেই মারা গিয়েছিলেন দু'লক্ষ মানুষ। এটা আমরা ভুলতে পারি না যে যুদ্ধের বছরগুলিতে বন্দিশিবিরের বাইরে ২.৫ কোটি মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল। ১৯৫০ সালে যখন পরিস্থিতির উন্নতি ঘটছে এবং অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োগ চলছে তখন কারাগারে মৃত্যুর সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ০.৩ শতাংশ। এবারে আমার চতুর্থ প্রশ্নটি বিচারের দিকে যাব। ১৯৫৩ সালের আগে কত মানুষ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল, বিশেষ করে ১৯৩৭-৩৮ সালের

শুদ্ধিকরণের (পার্জের) সময়? আমরা ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি রবার্ট কনকোয়েস্ট-এর অভিযোগ ১৯৩০-৫৩ সালের মধ্যে বলশেভিকরা ১ কোটি ২০ লক্ষ বন্দিকে হত্যা করেছে। এর মধ্যে ১০ লক্ষের মৃত্যু হয়েছে ধরে নেওয়া যায় ১৯৩৭-৩৮ সালের মধ্যে। সলঝেনেৎসিনের প্রদত্ত শ্রমশিবিরে মৃত্যুর সংখ্যা হচ্ছে লক্ষ লক্ষ। যার মধ্যে শুধু ১৯৩৭-৩৮ সালেই ৩০ লক্ষ। এমনকী সোভিয়েতের বিরুদ্ধে প্রচারে এর চেয়েও বড় সংখ্যার উল্লেখ আছে। উদাহরণ স্বরূপ রাশিয়ান ওলগা সাতুনোভাসটিয়ার মতে ১৯৩৭-৩৮-এর মৃত্যুর সংখ্যা ৭০ লক্ষের আশেপাশে। সোভিয়েত আর্কাইভ থেকে যে নথিপত্র বের হচ্ছে তা কিন্তু ভিন্ন কথা বলছে। প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন ঐ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতের সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন আর্কাইভ থেকে সংগৃহীত। এর ফলে একই পরিসংখ্যানকে একাধিকবার ব্যবহার করা হয়েছে যা মৃত্যুর সংখ্যাকে অনেক বেশি করে দেখিয়েছে। ইয়েলেৎসিন যাকে নিয়োগ করেছেন, সেই পুরানো আর্কাইভ-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত দিমিত্রি ভলকোগোমভ-এর বক্তব্য অনুযায়ী ১৯৩৬ সালের ১লা অক্টোবর থেকে ১৯৩৮ এর ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে সামরিক আদালতে ৩০,৫১৪ জন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন।... আর্কাইভ বলছে যে, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাধারণ অপরাধী ও প্রতিবিপ্লবীদের সংখ্যা প্রায় সমান। ১৯৩৭-৩৮ সালের মৃত্যুদণ্ডিতদের সংখ্যা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায়, এটা ছিল ১ লক্ষের মধ্যে, পশ্চিমী প্রচারযন্ত্র যা লক্ষ লক্ষ বলে অভিযোগ করে। এটাও মনে রাখা দরকার, সোভিয়েত ইউনিয়নে ঐ মৃত্যুদণ্ডগুলির সব কার্যকর করা হয়নি। অনেকের মৃত্যুদণ্ড বাতিল করে শ্রমশিবিরে পাঠানো হয়েছিল। সাধারণ অপরাধী ও প্রতিবিপ্লবীদের মধ্যে পার্থক্য করাটা খুবই প্রয়োজন। এর মধ্যে অনেকের মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল হিংসাত্মক অপরাধের জন্য (খুন অথবা ধর্ষণ)। ৬০ বছর আগে এই ধরনের অপরাধে বেশিরভাগ দেশেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত।

পঞ্চম প্রশ্ন ঃ বন্দি দশা গড়ে কত দীর্ঘ ছিল? কারাদণ্ডের মেয়াদ নিয়ে পশ্চিমী অভিসন্ধিমূলক প্রচারে কুৎসামূলক গুজব ছড়িয়েছিল। সোভিয়েতে অভিযুক্তরা অনির্দিষ্টকাল ধরে জেলে পচত। একবার যে জেলে ঢুকত সে নাকি কখনও ফিরত না। এটা একেবারেই সত্য নয়। স্ট্যালিনের আমলে যারা জেলে গিয়েছিল তাদের সর্বোচ্চ মেয়াদ ছিল ৫ বছর।

আমেরিকান হিস্টোরিক্যাল রিভিউ-তে যে পরিসংখ্যান পুনর্মুদ্রিত হয়েছে তাতে আসল তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। ১৯৩৬ সালে রাশিয়ান ফেডারেশনের সাধারণ অপরাধীরা যে দণ্ড পায় তা নিম্নরূপ।

৫ বছর পর্যন্ত ৮২.৪ শতাংশ; ৫-১০ বছর পর্যন্ত ১৭.৬ শতাংশ, ১০ বছর ছিল ১৯৩৭-এর আগে সর্বোচ্চ মেয়াদ। ১৯৩৬-এর সোভিয়েত ইউনিয়নে দেওয়ানী

আদালতে রাজনৈতিক বন্দিদের শাস্তি ছিল এরকম — ৫ বছর পর্যন্ত ৪৪.২ শতাংশ; ৫-১০ বছর পর্যন্ত ৫০.৭ শতাংশ। গুলাগ বন্দীশিবিরগুলিতে যেখানে এই দীর্ঘ মেয়াদী বন্দিদের রাখা হত, ১৯৪০-এর পরিসংখ্যান পরিবেশন করে যে ৫ বছর পর্যন্ত ৫৬.৮ শতাংশ, ৫-১০ বছর পর্যন্ত ৪২.২ শতাংশ এবং ১০ বছরের উপরে মাত্র ১ শতাংশ।

১৯৩৯ সালে সোভিয়েত আদালত প্রদত্ত পরিসংখ্যান এই রকম। কারামেয়াদের হিসাবে ভাগটা হল ৫ বছর পর্যন্ত ৯৫.১ শতাংশ এবং ৫-১০ বছর পর্যন্ত ৪ শতাংশ; ১০ বছরের উপরে ০.১ শতাংশ। আমরা দেখতে পাচ্ছি পশ্চিমীরা সমাজতন্ত্রকে রুখতে গিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কারাদণ্ডকে 'মিথ' এর পর্যায়ে নিয়ে গেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে মিথ্যাচার

রাশিয়ান ঐতিহাসিকদের পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায় যে গত ৫০ বছরে পুঁজিবাদী বিশ্বের স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে যা শেখানো হয়েছে তা থেকে বাস্তব সম্পূর্ণ আলাদা। ঠাণ্ডা যুদ্ধের ৫০ বছরে পরবর্তী প্রজন্ম সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে শুধুই মিথ্যা জেনেছে যা বহু মানুষের উপর গভীর রেখাপাত করেছে। ফ্রান্স এবং আমেরিকার গবেষণায় তৈরি প্রতিবেদন এই ঘটনাকে আরও জোরালো করে। এই রিপোর্টে আছে পুনরায় উল্লেখিত পরিসংখ্যান, যাঁরা মারা গেছেন এবং যাঁরা শাস্তি পেয়েছেন তাঁদের তালিকা, যা গভীর আলোচনার দাবি রাখে। কিন্তু উল্লেখ করার মতো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জনগণের দ্বারা সংগঠিত অপরাধ যার সম্পর্কে কোনও আগ্রহ-ই দেখান হয়নি। পুঁজিবাদী রাজনৈতিক প্রচার সোভিয়েত বন্দিদের সব সময়ই নিষ্পাপ হিসাবে দেখিয়েছে এবং গবেষকরা এই হিসাবগুলি প্রশ্নাতীতভাবেই গ্রহণ করেছেন। গবেষকরা যখন বিষয়গুলো পরীক্ষা করে পরিসংখ্যান সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন তখন তাঁদের বুর্জোয়া মতাদর্শ সামনে চলে এসেছে। কখনও সঙ্গে এসেছে ভীতিপ্রদ ফলাফল। সোভিয়েত বিচার ব্যবস্থায় যাদের বন্দি করা হয়েছিল তাদের নিষ্পাপ বন্দি হিসাবেই দেখা হত। কিন্তু আসল সত্য হলো তাদের মধ্যে বেশির ভাগ ছিল চোর, খুনি, ধর্ষণকারী প্রভৃতি। যদি ইউরোপ বা আমেরিকায় এই ধরনের অপরাধ সংগঠিত হত তাহলে সংবাদমাধ্যম তাদের নিরপরাধ বলে দেখাত না। কিন্তু যেহেতু অপরাধগুলো সোভিয়েত ইউনিয়নে সংগঠিত হয়েছে তাই তা সম্পূর্ণ ভিন্ন।....

কুলাক এবং প্রতিবিপ্লব

প্রতিবিপ্লবীদের ক্ষেত্রে যে অপরাধগুলিতে তারা যুক্ত ছিল তা বিচার করে দেখা

দরকার। দুটি দৃষ্টান্ত দিয়ে এই প্রশ্নের গুরুত্ব দেখানো যেত পারে। প্রথমত ১৯৩০ সালের প্রথম দিকে কুলাকদের (ধনী চাষী) শাস্তি, দ্বিতীয়ত ১৯৩৬ থেকে ৩৮-এর প্রতিবিপ্লবীদের বিচার। গবেষকরা কুলাক ধনী চাষীদের সম্পর্কে আলোচনার সময় বলতেন ৩ লক্ষ ৮১ হাজার পরিবারের প্রায় ১৮ লক্ষ মানুষকে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল। এই সব মানুষদের অল্প সংখ্যককে শ্রমশিবিরে শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে। কিন্তু সাজা দেওয়ার কারণ কী? ধনী রাশিয়ান কুলাকরা গরিব কৃষকদের উপর সীমাহীন অত্যাচার এবং শোষণ শত শত বছর ধরে চালিয়েছে। ১৯২৭ সালে বারো কোটি কৃষকের মধ্যে এগারো কোটি দারিদ্রের মধ্যে দিনযাপন করত আর এক কোটি কুলাক বিলাসবহুল জীবনযাপন করত। গরিব কৃষকদের স্বল্প মূল্যের শ্রম ছিল কুলাকদের সম্পদের ভিত্তি। যখন গরিব চাষীরা যৌথ খামারে যুক্ত হতে আরম্ভ করল তখন কুলাকদের সম্পদের উৎস অন্তর্হিত হল। কিন্তু কুলাকরা নিশ্চিহ্ন হল না। তারা ক্ষুধাকে কাজে লাগিয়ে তাদের শোষণ বজায় রাখার চেষ্টা করল। সশস্ত্র কুলাকের দল যৌথ খামারের উপর হামলা চালাত। তারা গরিব কৃষকদের এবং দলের কর্মীদের হত্যা করত, খেত জ্বালিয়ে দিত, কাজে ব্যবহৃত পশুদের হত্যা করত। গরিব কৃষকদের অনশনের দিকে ঠেলে দিয়ে কুলাকরা তাদের দারিদ্র ও নিজেদের ক্ষমতাশালী অবস্থানকে নিশ্চিত করতে চেষ্টা করত। কিন্তু ঘটনাবলী এই খুনিদের সেই প্রত্যাশা পূরণ করেনি। এই সময়, গরিব কৃষকরা ছিল বিপ্লবের পক্ষে এবং প্রমাণ করছিল, তারা কুলাকদের চেয়ে শক্তিশালী। এক কোটি কুলাকদের মধ্যে ১৮ লক্ষকে নির্বাসিত বা জেলে পাঠানো হয়েছিল। ১২ কোটি মানুষকে যুক্ত করে, গ্রামাঞ্চলে যে বিশাল শ্রেণীযুদ্ধ চলছিল তাতে অবিচার যে না হতে পারে তা নয়। কিন্তু উন্নত জীবনের জন্য শোষিত ও গরিব মানুষের এই সংগ্রামকে কি আমরা দোষারোপ করতে পারি? শত শত বছর ধরে সভ্য হওয়ার জন্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলি থেকে যাদের বঞ্চিত করা হয়েছে তাদের আমরা দোষ দিতে পারি? বছরের পর বছর ধরে সীমাহীন শোষণে, এই গরিব কৃষকদের কি কুলাকেরা করুণা দেখিয়েছিল?

১৯৩৭ সালের শুদ্ধিকরণ

আমাদের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ১৯৩৬-৩৮-এর প্রতিবিপ্লবীদের অভিযুক্ত করা — যেটা দল, সেনাবাহিনী এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের পর পর শুদ্ধিকরণের (পার্জ) মধ্যে দিয়ে করা হয়েছিল এবং যার ভিত্তি ছিল রাশিয়ার বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে। লক্ষ লক্ষ মানুষ জার এবং রাশিয়ান বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে এই গৌরবময় সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিল এবং এদের অনেকে রাশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সব মানুষের মধ্যে কিছু সংখ্যক পার্টিতে প্রলেতারিয়েত এবং

Table – The American Historical Review [Vol. 98 No. 4 (Oct, 1993)]
USSR Custodial Population 1934-1953

Custodial Population (Year)	Gulag Working Camps	Counter revolutionaries	% Counter revs	Died	% Died	Freed	Escaped	Gulag Labour Colonies	Prisons	Total
34	510,307	136,190	26.5	26,295	5.2	147.272	83,490			510,307
35	725,468	118,256	16.3	28,328	3.9	211,035	67,493	240,259		965,697
36	839,406	105,849	12.6	20,595	2.5	369,544	58,313	457,088		1,296,494
37	820,881	104,826	12.8	25,376	3.1	364,437	58,264	275,488		1,196,369
38	996,367	185,324	18.8	90,546	9.1	279,966	32,033	885,203		1,881,570
39	1,317,195	454,432	34.5	50,502	3.8	223,622	12,333	355,243	350,538	2,022,976
40	1,344,408	444,999	33.1	46,665	3.5	316,825	11,813	315,584	190,266	1,850,258
41	1,500,524	420,293	28.7	100,997	6.7	624,276	10,592	429,205	487,739	2,417,468
42	1,415,596	407,988	29.6	248,877	18.0	509,538	11,822	360,447	277,992	2,054,035
43	983,974	345,397	35.6	166,967	17.0	336,135	6,242	500,208	235,313	1,719,495
44	663,594	268,861	40.7	60,948	9.2	152,113	3,586	516,225	155,213	1,335,032
45	715,506	283,351	41.2	43,848	6.1	336,750	2,196	745,171	279,969	1,740,646
46	600,897	333,833	59.2	18,154	3.0	115,700	2,642	956,224	261,500	1,818,621
47	808,839	427,653	54.3	35,668	4.4	194,886	3,779	912,794	306,163	2,027,796
48	1,108,057	416,156	38.0	27,605	2.5	261,148	4,261	1,091,478	275,850	2,475,385
49	1,216,361	420,696	34.9	15,739	1.3	178,449	2,583	1,140,324		2,358,685
50	1,416,300	578,912	22.7	14,703	1.0	216,210	2,577	145,051		2,561,351
51	1,533,767	475,976	31.0	15,587	1.0	254,269	2,318	994,379		2,528,146
52	1,711,202	480,766	28.1	10,604	0.6	329,446	1,253	793,312		2,504,514
53	1,727,970	465,256	26.9	5,825	0.3	937,362	785	740,554		2,468,524

সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের জন্য আসেননি। এসেছিলেন অন্য কোনও কারণে, কিন্তু শ্রেণীসংগ্রাম এত তীব্র ছিল যে দলের নতুন জঙ্গি কর্মীদের পরীক্ষা করে নেওয়ার সুযোগ বা অবকাশ ছিল না। এমনকী অন্য দলগুলো থেকে যে জঙ্গি কর্মীরা এসেছিলেন যাঁরা নিজেদের সমাজতান্ত্রিক বলতেন এবং যাঁরা বলশেভিকদের সাথে লড়াই করেছিলেন তাঁরাও কমিউনিস্ট পার্টিতে প্রবেশ করেছিলেন। একদল নতুন কর্মীদের বলশেভিক পার্টি, রাষ্ট্র এবং সশস্ত্র বাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হয়েছিল, শুধুমাত্র শ্রেণীসংগ্রাম পরিচালনায় তাদের নিজস্ব সক্ষমতার উপর নির্ভর করে। নবীন সোভিয়েতের পক্ষে সময়টা ছিল অত্যন্ত সঙ্কটজনক এবং কর্মীর ছিল খুবই অভাব। এই সমস্ত সমস্যার কারণে একটা সময় দ্বন্দ্ব দেখা দিল যা দুটো শিবিরে দলকে বিভক্ত করল। এক দলের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অন্য ভাগ মনে করছিল সমাজতন্ত্র গঠনের জন্য অবস্থা এখনও পরিপক্ক হয়নি। এই শেষোক্ত চিন্তার ধারক ছিলেন ট্রট্স্কি, যিনি ১৯১৭-র জুলাইতে পার্টিতে যোগ দেন। ট্রট্স্কি এই সময়ে কিছু সংখ্যক ক্ষমতাশালী অ-বলশেভিকদের সমর্থন জোগাড় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মূল বলশেভিক পরিকল্পনার বিপক্ষে বিরুদ্ধপক্ষ একটি বিকল্প নীতি রেখেছিল, যেটা ১৯২৭ সালের ডিসেম্বরে ভোটের বিষয় হয়েছিল। এই ভোট নেওয়ার আগে সেখানে বহু বছর ধরে একটা বিরাট দলীয় বিতর্ক চলছিল এবং তার ফল কী হবে এই নিয়ে কারও সন্দেহ ছিল না। ৭ লক্ষ ২৫ হাজার ভোট গৃহীত হয়েছিল। বিরুদ্ধপক্ষ ৬ হাজার ভোট পেয়েছিল। দলের সক্রিয় কর্মীদের সমর্থনের এক শতাংশ পেয়েছিল ঐক্যবদ্ধ বিরুদ্ধপক্ষ। এই ভোটের পরিণতিতে এবং একদিন যে বিরুদ্ধপক্ষ পার্টির মধ্যে নীতির বিরুদ্ধতা দিয়ে কাজ শুরু করেছিল, কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সেই ঐক্যবদ্ধ বিরুদ্ধপক্ষের প্রধান নেতাদের বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয়। এই কেন্দ্রীয় বিরুদ্ধপক্ষের শীর্ষনেতা ট্রট্স্কি সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বহিষ্কৃত হন। এই বিরুদ্ধতার ঘটনা এখানেই শেষ হয়নি। জিনোভিয়েভ, কামেনেভ পরবর্তীকালে আত্মসমালোচনা করে প্রিয়ব্রঝিনস্কাই পিয়াতোকোভ, রাদেক-এর মতো ট্রট্স্কিপন্থীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হন। এদের সবাইকে সক্রিয় কর্মী হিসাবে পার্টিতে গ্রহণ করা হয় এবং দল ছাড়াও রাষ্ট্রীয় পদে নেওয়া হয়। সময়ে এটা পরিষ্কার হয় বিরুদ্ধপক্ষের এই আত্মসমালোচনা আন্তরিক ছিল না। সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রেণীসংগ্রামের সময় প্রতিবিপ্লবের পক্ষে বিরুদ্ধপক্ষীয় নেতারা ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। ১৯৩৭-সালে পরিস্থিতি পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার আগে এদের অনেকবার বহিষ্কার করা হয় এবং ফিরিয়ে নেওয়া হয়।

শিল্পের সাবোতাজ

১৯৩৪ সালের ডিসেম্বরে কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং লেনিনগ্রাদ পার্টির চেয়ারম্যান কিরভ খুন হলেন। অনুসন্ধানের ফলে প্রকাশ পেল পার্টির নেতৃত্ব এবং রাষ্ট্রক্ষমতা হিংসার মধ্য দিয়ে দখল করার জন্য একটা গুপ্ত সংগঠন কাজ করছে। ১৯২৭ সালের রাজনৈতিক সংগ্রামে যারা পরাজিত হয়েছিলেন তারাই এখন আশা পোষণ করতে থাকলেন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগঠিত হিংসাত্মক কার্যকলাপের দ্বারা জয়লাভ করতে পারবেন। শিল্পে সাবোতাজ, সন্ত্রাস এবং দুর্নীতি ছিল তাঁদের প্রধান হাতিয়ার। বিরুদ্ধপক্ষের মূল অনুপ্রেরণা ট্রট্স্কি দূর থেকে কর্মীদের পরিচালনা করতেন। শিল্পে সাবোতাজের জন্য সোভিয়েত রাষ্ট্র ভয়ঙ্কর ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল, দিতে হয়েছিল বিরাট মূল্য; উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রগুলো এমনভাবে বিকল হয়ে গিয়েছিল যে তা আর মেরামত করার উপায় ছিল না। উৎপাদন এবং কলকারখানা বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। আমেরিকার ইঞ্জিনিয়ার জন লিট্ল পেজ সোভিয়েত ইউনিয়নে বিদেশি বিশেষজ্ঞ হিসাবে এসেছিলেন। তিনি ১৯৩৪ সালের সমস্যা বর্ণনা করেছেন। লিটল পেজ ১৯২৭-৩৭ সাল পর্যন্ত ১০ বছর সোভিয়েত খনি শিল্প বিশেষ করে স্বর্ণখনিতে কাজ করেছেন। তিনি তাঁর 'ইন সার্চ অফ সোভিয়েত গোল্ড' বইতে লিখছেন, "আমি যতদিন রাশিয়ায় ছিলাম রাজনৈতিক কূটকচালি নিয়ে আমার কোনও উৎসাহ ছিল না এবং আমি এটা এড়িয়ে চলতাম। কিন্তু আমি আমার কাজের মধ্য দিয়ে পর্যালোচনা করতাম সোভিয়েত শিল্পে কী ঘটছে এবং আমি নিশ্চিত ছিলাম ক্ষুব্ধ কমিউনিস্ট বিপ্লবীরাই তার শত্রু এটা বুঝতে স্ট্যালিন এবং তাঁর সহযোগীরা দীর্ঘসময় নিয়েছিলেন।" লিটল পেজ আরও লিখেছেন — তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারা তিনি বুঝতে পেরেছেন, সরকারের পতন ঘটানোর জন্য বিদেশ থেকে পরিচালিত একটা বিশাল ষড়যন্ত্র শিল্পের ব্যাপক ধ্বংস সাধনকে তাদের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছে। লিটল পেজের বই আরও আমাদের দেখিয়েছে, ট্রট্স্কিপন্থী বিরোধীরা প্রতিবিপ্লবী কাজকর্মের জন্য টাকা পেত কোথা থেকে। গুপ্ত বিরোধীদের অনেকেই পদের ব্যবহার করে দূরের কোনও কারখানার জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়ের অনুমোদন দিত। যে ধরনের পণ্যের জন্য সোভিয়েত সরকার দাম দিত পণ্য ছিল তার থেকে নিম্ন মানের। বিদেশি উৎপাদকরা এই কারবার থেকে বাড়তি টাকাটা ট্রট্স্কির সংগঠনকে দিয়ে দিত।

চুরি ও দুর্নীতি

১৯৩১ এর বসন্তে লিটল পেজ এই ধরনের কারবার বার্লিনে দেখেছিলেন। সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের প্রধান ছিলেন পিয়াটকভ্, লিটল পেজ ছিলেন খনির লিফটের গুণমান পরীক্ষার বিশেষজ্ঞ। তিনিই মালের গুণমান পরীক্ষা করে কেনার

জন্য অনুমোদন দিতেন। লিটল পেজ দেখলেন, নিম্নমানের লিফট দেওয়া হচ্ছে — যা সোভিয়েত ইউনিয়নের কোনও কাজে লাগবে না। পিয়াটকভ ও অন্যান্য প্রতিনিধিদের একথা জানালে তাঁরা বিশেষ গা করলেন না এবং বললেন 'অনুমোদন দিয়ে দাও।' লিটল পেজ তা করলেন না। সেই সময়ে তাঁর মনে হয়েছিল, এটা ব্যক্তিগত দুর্নীতি। উৎপাদকেরা কাউকে হয়ত ঘুষ দিয়েছে। কিন্তু ১৯৩৭ সালে বিচারে পিয়াটকভের স্বীকারোক্তির পর লিটল পেজ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, যা তিনি দেখেছিলেন তা ব্যক্তিগত দুর্নীতির চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এইভাবে যে টাকা পাওয়া যেত তা ব্যয় করা হত সোভিয়েত ইউনিয়নের গুপ্ত বিরোধীদের কাজকর্মের জন্য। এই কাজকর্ম হল অন্তর্ঘাত, সন্ত্রাস, ঘুষ ও প্রচার।

জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, পিয়াটকভ, রাদেক, টমস্কি, বুখারিন — যাদের পশ্চিমী প্রচারযন্ত্র খুব পছন্দ করত, তারা তাদের পদের অপব্যবহার করে রাষ্ট্রের টাকা এইভাবে চুরি করত এবং তা সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতের কাজে ব্যবহার করত।

অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা

চুরি, দুর্নীতি, সাবোতাজ এসব হল অপরাধমূলক কাজ। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদের কাজ এখানেই থেমে থাকেনি। প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দকে হত্যা করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা এরা করেছিল। অভ্যুত্থানের সামরিক দিকটির পরিচালনার ভার ছিল মার্শাল টুকোচেভস্কির নেতৃত্বে একদল জেনারেলের উপর।

স্ট্যালিন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যিনি অনেক বই লিখেছেন সেই ট্রট্স্কিপন্থী ডয়েৎসার বলেছেন, সামরিক অভ্যুত্থানের লক্ষ্য ছিল ক্রেমলিন এবং তাতে ব্যবহার করা হত মস্কো ও লেনিনগ্রাডের সেনাবাহিনীকে। ডয়েৎসারের মতে এই ষড়যন্ত্রের মাথা ছিল টুকাচেভস্কি। সাথে ছিল গামারনিক, জেনারেল ইয়াকির, জেনারেল উবোরেভিচ, জেনারেল প্রিমাকভ প্রভৃতি।

বলশেভিকরা শক্তিশালী ছিলেন। কিন্তু সামরিক ও বেসামরিক ষড়যন্ত্রীরা অনেক প্রতিষ্ঠিত বন্ধু জোগাড় করেছিল। ১৯৩৮ সালে জনসাধারণের সামনে বুখারিনের যে বিচার হয়েছিল তাতে তিনি স্বীকারোক্তি করেছিলেন নাৎসি জার্মানি ও ট্রট্স্কিপন্থীদের মধ্যে এক গোপন চুক্তি হয়েছিল যাতে বলা হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রতিবিপ্লবের পর ইউক্রেন সহ একটা বিশাল এলাকা জার্মানিকে দিয়ে দেওয়া হবে। প্রতিবিপ্লবীদের সাহায্য করার জন্য নাৎসি জার্মানি এই দাম চেয়েছিল। লোকসমক্ষে বিচার করে এই বিশ্বাসঘাতকদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল। যারা সাবোতাজকারী, খুনি-দুর্নীতিগ্রস্ত — যারা দেশের একটা অংশ নাৎসি

জার্মানির হাতে তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত — তারা এ ছাড়া আর কী আশা করতে পারে? এদের নির্দোষ নিষ্পাপ বলা কি ঠিক?

আরো নানা ধরনের মিথ্যাচার

রবার্ট কনকোয়েস্টের মাধ্যমে পশ্চিমী প্রচার মাধ্যম লালফৌজের শুদ্ধিকরণ সম্পর্কে যে অসত্য গল্প প্রচার করেছে তা খুবই মজার। কনকোয়েস্ট তাঁর পুস্তক 'দি গ্রেট টেরর'-এ বলেছেন — ১৯১৭-এ লালফৌজে ৭০ হাজার অফিসার ও কমিশনার ছিলেন। তার মধ্যে ৫০ শতাংশকেই রাজনৈতিক পুলিশ হয় গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠিয়েছে আর না হয় হত্যা করেছে। কনকোয়েস্টের এই অভিযোগের এক বর্ণও সত্য নয়। ঐতিহাসিক রজার রীজ তাঁর পুস্তক 'দ্য রেড আর্মি অ্যান্ড দ্য গ্রেট পার্জেস' এ ১৯৩৭-৩৮ সালের সামরিক বাহিনীর শুদ্ধিকরণ সম্পর্কে যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তা এর তাৎপর্য আমাদের দেখিয়ে দেয়। ১৯৩৭ সালে লালফৌজ ও বিমান বাহিনীতে অফিসার ও রাজনৈতিক কমিশারের সংখ্যা ছিল ১,৪৪,৩০০। ১৯৩৯ সালে যা বেড়ে দাঁড়ায় ২,৮২,৩০০। ১৯৩৭-৩৮ সালের শুদ্ধিকরণের সময়ে রাজনৈতিক কারণে ৩৪,৩০০ অফিসার ও রাজনৈতিক কমিশারকে বহিষ্কার করা হয়। যাই হোক, ১৯৪০ সালের মে মাস পর্যন্ত ১১,৫৯৬ জনকে আবার তাদের পদে পুনর্বহাল করা হয়। এর অর্থ হল, ১৯৩৭-৩৮ সালের শুদ্ধিকরণের কালপর্বে ২২,৭০৫ জন অফিসারকে ও রাজনৈতিক কমিশারকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। এর মধ্যে ছিল ১৩,০০০ সেনা অফিসার, বিমান বাহিনীর ৪,৭০০ অফিসার এবং ৫,০০০ রাজনৈতিক কমিশার। এর অর্থ হল মোট সেনা অফিসারদের মাত্র ৭.৭ শতাংশকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, কনকোয়েস্ট কথিত ৫০ শতাংশ নয়। এই ৭.৭ শতাংশের ক্ষুদ্র একটি অংশকে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। অন্যেরা অসামরিক জীবনে ফিরে গিয়েছিলেন। **আর্কাইভ থেকে পাওয়া ঐতিহাসিক তথ্য একথাই প্রমাণ করে।**

একটা শেষ প্রশ্ন। ১৯৩৭-'৩৮ সালের বিচার কি আসামীর প্রতি সুবিচার করেছিল? বুখারিনের বিচারের কথাই ধরা যাক। সেই সময়ে মস্কোস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত বিখ্যাত আইনজ্ঞ জোশেফ ডেভিস, যিনি এই বিচার প্রত্যক্ষ করেছিলেন, লিখেছেন, বাধাহীন ভাবেই বুখারিনকে বলতে দেওয়া হয়েছে। ওয়াশিংটনে তিনি বার্তা পাঠিয়েছেন — এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, অভিযুক্তেরা দোষী। যে সমস্ত কূটনীতিবিদেরা বিচারের সময় উপস্থিত ছিলেন তাঁরা এ বিষয়ে একমত যে, একটা ভয়ংকর ষড়যন্ত্র প্রমাণিত হয়েছে।

ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়া যাক

স্ট্যালিনের আমলে সোভিয়েত বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে মিথ্যা বক্তব্য সম্বলিত যে হাজার হাজার নিবন্ধ ও পুস্তক পুস্তিকা রচনা করা হয়েছে — তা আমাদের কী শিক্ষা দেয়? শিক্ষা দেয় বুর্জোয়া প্রেসে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে যে সমস্ত গল্প প্রকাশিত হয়েছে তার অধিকাংশই অসত্য। প্রচারের বাগাড়ম্বরের দ্বারা দক্ষিণপন্থীরা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে, সত্যকে বিকৃত করতে পারে এবং মিথ্যাকে সত্য বলে অনেক মানুষকে বিশ্বাস করাতে পারে। ঐতিহাসিক প্রশ্নে এটা আরও বেশি বেশি সত্য। দক্ষিণপন্থীরা তাদের কাজ এখনও চালিয়ে যাচ্ছে। বার বার মিথ্যা বল, তা হলে মানুষ তা সত্য বলে গ্রহণ করবে।

বর্তমান দিনের কমিউনিস্টদের বিরোধিতা করার জন্যই দক্ষিণপন্থী মিথ্যার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। বারবার এই মিথ্যা বলা হচ্ছে যাতে শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিবাদের কোন বিকল্প খুঁজে না পায়। এই কুৎসিত মিথ্যাচার কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেরই অঙ্গ — যে কমিউনিস্টরা একটা বিকল্প অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক সমাজ ভবিষ্যৎকে উপহার দিতে পারে।

ইতিহাস সম্পর্কে যাদের সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি আছে — এ সব তাঁদের উপর এক মহান দায়িত্ব অর্পণ করে। বুর্জোয়া এই মিথ্যাচারের জবাবে কমিউনিস্ট পত্র পত্রিকাগুলিকে আরও নির্ভরযোগ্য তথ্য সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের সবাইকে গ্রহণ করতে হবে। আজকের দিনের শ্রেণীসংগ্রামের এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য — যা অদূর ভবিষ্যতে নবোত্থিত শক্তির জন্ম দেবে।

(www.northstarcompass.org)